রসায়নের মজার খেলা

১

রসায়নের মজার খেলা

[প্রথম ভাগ]

ডঃ শৈলেন ভট্টাচার্য, এম. এস-সি.

এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
ললিত ভট্টাচার্য
এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোম্পানী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৮

মূল্য : ১৫·০০ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীনিমাইকুমার ঘোষ
দি ভোলানাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ এক ॥

বাদশার কাকা মুখে মুখে যখন তখন কবিতা বানিয়ে ব'লে দিতে পারেন। কোনো একটা কিছু ঘটনা ঘটলেই বাদশা কাকার মুখের দিকে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে কাকা বুঝতে পারেন এবার কবিতা বানিয়ে ফেলতে হবে। সেটা বানাতে হবে বাদশার জন্যেই। একটু সময় কাকা ভাবেন। আর তারপরই কাকার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কবিতা।

বাদশার বন্ধুরাও এসব জানে। তারা এলেও কাকার কাছে কবিতা শুনতে চায়। কাকাও তাদের শুনিয়ে দেন কবিতা। সেজন্যে বাদশার বন্ধুরা কাকাকে ভারি পছন্দ করে।

যখুনি বাদশাদের বাড়িতে আসে বাদশার বন্ধুরা, তখুনি খোঁজ পড়ে কাকার। কাকাও ছুটে চলে আসেন তখুনি।

বাদশার সেই কাকাই হঠাৎ অবাক ক'রে দিলেন সেদিন।

সেদিন বাদশার জন্মদিন।

বন্ধুরা সবাই এসেছে জন্মদিনের নেমন্তন্নে। এসেই সবাই খোঁজ করলো কাকার।

কিন্তু কাকা কোথায়?

বাদশা খুঁজতে গিয়ে কাকাকে দেখতে পেলো তার ঘরের মধ্যে। চুপচাপ ব'সে আছেন কাকা।

কাকার টেবিলের ওপর নানান রকমের জিনিসপত্র। এসব জিনিসপত্র বাদশা কখনও দেখেনি। কাকা যে কখন এসব জিনিস এনে জড়ো করেছেন টেবিলের ওপর তাও জানে না বাদশা। বললো, 'সবাই তোমাকে খুঁজছে আর তুমি এখানে ব'সে আছো চুপচাপ! কী ব্যাপার বলো তো?'

কাকা হাসলেন। বললেন, 'আজ তোমার জন্মদিনে আমি কবিতা বানাবো না।'

'সেকি, কেন কবিতা বানাবে না?' আরো অবাক হলো বাদশা।

কাকা ফের হাসলেন। বললেন, 'আজ আমার ঘরে সবাই আসবে। সবাইকে এমন জিনিস দেখাবো আমি, যা কবিতার মতোই ভালো লাগবে।'

বাদশা বললো, 'মানে?'

'মানেটা ওরা এলেই পরিষ্কার ক'রে বলবো।' কাকা বললেন।

বাদশা কাকার কথার মধ্যে একটা রহস্য বুঝি খুঁজে পেলো। ফের তাকালো টেবিলের দিকে। তারপর ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললো, 'ঠিক আছে, আমি এখুনি ওদের ডেকে নিয়ে আসছি এ-ঘরে।'

ব'লেই এক ছুটে চলে এলো বন্ধুদের কাছে।

তারপর তাদের নিয়ে ছুটে এলো কাকার ঘরে।

কাকা একবার তাকিয়ে দেখলেন সবাইকে। বললেন, 'হু, সবাই তাহলে এসে গেছো।'

বাদশা বললো, 'কি দেখাবে এবার দেখাও।'

কাকা হঠাৎ টেবিলের দিকে তাকালেন। টেবিলের ওপর মোমদানিতে একটা মোম বসানো। সেই মোমটার দিকে তাকিয়ে কাকা বললেন, 'আগে ওই মোমটাকে জ্বালাতে হবে।'

'জ্বালিয়ে দেবো?' বাদশা বললো সঙ্গে সঙ্গে।

কাকা টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জ্বালাবে, কিন্তু দেশলাই কি আছে?'

বাদশা টেবিলের কাছে গেলো। বাদশার বন্ধুরাও গেলো। দেখলো টেবিলটা।

সুজয় কাকার দিকে ফিরে বললো, 'না দেশলাই নেই টেবিলের ওপর।'

বাদশা বললো, 'ভেতর থেকে দেশলাই নিয়ে আসবো?'

'না, দরকার নেই।' কাকা বললেন।

'তাহলে মোমটা জ্বালাবে কি ক'রে?' রাজু জিজ্ঞেস করলো সঙ্গে সঙ্গে।

কাকা বললেন, 'দেখি, চেষ্টা ক'রে, অন্যভাবে জ্বালাতে পারি কিনা মোমবাতিটা।'

ব'লে উঠে এলেন কাকা। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। একটা পেন্‌সিল ছিলো টেবিলের ওপর। সেটা ঘষলেন টেবিলের ওপর।

বাদশা বললো, 'পেন্‌সিলে কি আর বারুদ থাকে? ঘসলে জ্বলবে কেন?'

কাকা বললেন, 'কতোরকম ভাবে কতো কিছুই তো হয়। এটাও হঠাৎ জ্বলে যেতে পারে।'

বলতে বলতে পেন্‌সিলের মতো একটা কাঁচের রড তুলে নিলেন টেবিলের ওপর থেকে। সেটা টেবিলের এক কোণায় পড়েছিলো।

সেটা তুলে নিয়েই কাকা টেবিলের ওপর ঘষতে গেলেন। ঘষতে গিয়ে থেমে গিয়ে বললেন, 'না, টেবিলের ওপর ঘষবো না এটা। বরং মোমের পলতের সঙ্গে ঘষে দেখি—'

কথাটা শুনেই ছোট্ট ক'রে হেসে ফেললো অলক। বললো, 'পলতেয় রড ঘষলে কখনও আগুন জ্বলতে পারে?'

'বলেছি না, কতোরকম ভাবে কতো কিছু ঘটে যায়।'

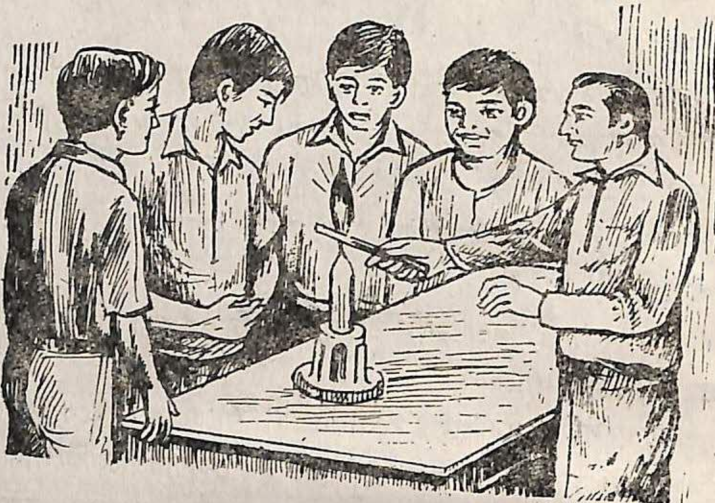
ব'লে রডটা তুলে নিয়ে পলতের সঙ্গে ঘষলেন কাকা।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য একটা কাণ্ড ঘটে গেলো। পলতেটা জ্বলে উঠলো।

দারুণ খুশিতে কাকা বললেন, 'বলেছিলাম না, কতোরকম ভাবে কতো কিছু করা যায়।'

বাদশা বললো, 'সত্যি বলেছো কাকা। ভাবতেই পারছি না একটা কাঁচে রড দিয়ে ঘষতেই অমনিভাবে জ্বলে উঠবে মোমটা।'

সুজয় কাকার মুখের দিকে গম্ভীর ভাবে তাকালো। তারপর বললো, 'যাই বলুন, কিছু একটা রহস্য না থাকলে এটা হ'তেই পারে না।'



রাজু সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'ঠিক। কিছু একটা রহস্য না থাকলে এটা হতেই পারে না।'

বাদশা বললো, 'আরেকটা মোম নিয়ে আসবো ?'

'না না, দরকার নেই—' কাকা বললেন সঙ্গে সঙ্গে।

'বুঝতে পারছি। সত্যি সত্যি তাহলে রহস্য আছে।' বাদশা বললো।

কাকা হাসলেন। মোমবাতিটার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আছে, একটা রহস্য আছে। সে রহস্যটা ম্যাজিক নয়, বিজ্ঞান।'

বিজ্ঞান শব্দটা শুনে বাদশারা বুঝি অবাক হ'য়ে গেলো।

কাকা তাদের অবাক হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা হলো রসায়নের রহস্য। যা কিছু আমরা দেখছি, সবই গ'ড়ে ওঠে

বিভিন্ন জিনিসের যোগে। প্রত্যেক জিনিসেরই আবার বিভিন্ন ধর্ম আছে। এসব নিয়ে আলোচনা করে রসায়ন।'

ব'লে একবার বন্ধুদের ভালো ক'রে দেখলেন।

বাদশা ব্যস্তভাবে বললো, 'এবার রসায়নের রহস্যটা বলো।'

'খানিকটা চিনি ভালো ক'রে গুঁড়ো করেছি। গুঁড়ো করেছি পটাসিয়াম ক্লোরেট। এই দু'টো জিনিসের গুঁড়োকে এক সঙ্গে মিশিয়ে ভালো ক'রে লাগিয়ে নিয়েছি মোমের পলতের গায়ে। এরপর নিয়েছি সালফিউরিক এ্যাসিড। এই কাঁচের রডটার একদিকে সেই এ্যাসিড লাগিয়ে নিয়েছি। রডের গায়ে এ্যাসিড শুকিয়ে আছে ব'লে তোমরা ধরতে পারছো না। এ্যাসিড লাগানো সেই রডটা যেই লেগেছে পটাসিয়াম ক্লোরেট আর চিনির গুঁড়ো লাগানো পলতের সঙ্গে অমনি আগুন জ্বলে উঠেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে বাদশা প্রশ্ন করলো, 'আগুন জ্বললো কেন?'

'পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক মেশানো হ'লে যে বিক্রিয়া হয় তাতে ক্লোরিন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই গ্যাসের সঙ্গে চিনির রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে আগুন ধ'রে যায় চিনিতে। এখানেও তাই ঘটেছে। কাঁচের রডে লাগানো গাঢ় সালফিউরিক এ্যাসিড পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে তৈরী হয়েছে ক্লোরিন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। সেই গ্যাসের জন্যেই আগুন ধরেছে চিনিতে। মোমের পলতেটাও জ্বলেছে সেই আগুনে।'

বাদশা আর তার বন্ধুদের মুখে বুঝি কথা নেই।

মোমবাতির দিকে তাকালো কেউ, কেউ সেই রডটার দিকে তাকালো। বোধহয় রসায়নের রহস্যটা বুঝতে চেষ্টা করছে সবাই।

বাইরে থেকে বাদশার মায়ের ডাক ভেসে এলো।

বাদশা লাফিয়ে উঠলো। কাকার দিকে তাকিয়ে বললো, 'মা নিশ্চয়ই ভাবছে আমরা গোপন কিছু একটা করছি।'

রাজু বললো, 'ঠিক বলেছিস।'

কাকার টেবিলের ওপর ঠিক তেমনি ভাবেই নানান রকমের জিনিসপত্র, শিশি, টেস্টটিউব ইত্যাদি সাজানো আছে। টেবিলটা একবার দেখলো বাদশা।

আজও কাকা নিশ্চয়ই রসায়নের কোনো রহস্য দেখাবেন, বুঝতে পারলো বাদশা। বুঝতে পেরেই খুশি হ'য়ে উঠলো মনে মনে।

কাকা টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা প্লেট তুলে নিলেন। তারপর প্লেটটা বাদশার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একটা কাজ করতে হবে বাদশা।'

বাদশা বললো, 'কি কাজ করতে হবে বলো!'

ফ্রীজ থেকে খানিকটা বরফ আনতে হবে।' কাকা বললেন।

অবাক হ'য়ে বাদশা বললো, 'বরফ! বরফ দিয়ে কি হবে?'

'রসায়নের রহস্য আজ বরফ দিয়েই হবে।' কাকা বললেন।

প্লেটটা হাতে নিয়ে বাদশা বললো, 'এখখুনি নিয়ে আসছি।'

ব'লেই বাদশা বেরিয়ে এলো কাকার ঘর থেকে।

ভেতর ঘরে ফ্রীজ। ছুটে ভেতর ঘরে এসে ফ্রীজ খুলে প্লেটের ওপর খানিকটা বরফ তুলে নিলো বাদশা।

মা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বরফ নিয়ে ফিরতেই মাকে দেখলো বাদশা।

'কিরে, বরফ দিয়ে কি হবে?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

'কাজ আছে একটা—' ব'লেই ছুটে কাকার ঘরে এলো বাদশা।'

কাকার হাতে বরফের প্লেটটা দিতেই কাকা বললেন, 'আচ্ছা, বরফ দিয়ে কখনো আগুন ধরানো যায়?'

কথাটা শুনে অবাক হলো বাদশা। বললো, 'তা কখনও সম্ভব?'

কাকা বললেন, 'সম্ভব। আমি তোমায় এখখুনি বরফ থেকে আগুন ধরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'তার মানে রসায়নের রহস্য।' বাদশা বললো সঙ্গে সঙ্গে।

কাকা বললেন, 'হ্যাঁ, এটা রসায়নের রহস্য।'

ব'লে প্লেটটা টেবিলের ওপর রাখলেন কাকা। ওপাশে একটা কাঁচের বোতলে কি যেন রাখা। সেই বোতলটা তুলে নিয়ে এলেন সামনে। লম্বা একটা চিমটে ছিলো টেবিলের ওপর। সেটা তুলে নিলেন এবার।

বাদশা ঠিক বুঝতে পারছে না, কাকা কি করবেন।

কাকা একবার বাশার দিকে তাকিয়ে চিমটে দিয়ে সেই বোতলের ভেতরের জিনিস একটুখানি তুলে নিলেন। তুলে নিয়ে এক টুকরো কাগজের মাথায় রাখলেন সেই জিনিসটুকু।

বাদশা কিছু বুঝবার জন্যে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

বুঝতে পেরেই কাকা বললেন, 'সত্যি সত্যি এবার কিন্তু বরফ থেকে আগুন জ্বালাবো।'

বাদশা কিছু বললো না।

খুব সাবধানে কাকা এবার কাগজের যেখানে বোতলের ভেতরের জিনিস একটুখানি ধরা আছে সে জায়গাটা ধরলেন বরফের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলো কাগজে।

লাফিয়ে উঠলো বাদশা।

সত্যিই, বরফ থেকেই তো আগুন জ্বললো! রসায়নের রহস্যের বুঝি শেষ নেই।

কাকা জ্বলন্ত কাগজটা বাদশার চোখের সামনে ধ'রে বললেন, 'কি হলো, আগুন জ্বললো বরফ থেকে?'

বাদশা কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

কাকা বললেন, 'এর মধ্যে অবাক হবার কোনো কিছু নেই। বিজ্ঞানের খুব সহজ নিয়মেই এটা ঘটেছে। নিয়মটা তোমার জানা নেই ব'লেই তুমি অবাক হচ্ছো।'

ব'লেই কাকা জ্বলন্ত কাগজটা ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে বোতলটা বাদশার চোখের সামনে ধরলেন। বললেন এই যে বোতলটা দেখছো,

এই বোতলটার মধ্যে পটাসিয়াম ধাতু। এই ধাতু যখুনি বাতাসের জলীয় বাষ্পের ছোঁয়া পায়, তখুনি জ্বলে ওঠে!'

বাদশা সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'কেন তা হয়?'

'কারণ এই পটাসিয়াম ধাতুর ধর্ম হলো, বাতাসের জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এলেই বিক্রিয়া শুরু করে। এই বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত হয়। দারুণ তাপের সৃষ্টি হয় তখন। আগুন জ্বলে ওঠবার কারণ সেই দারুণ তাপ।' ব'লেই থামলেন কাকা। বাদশার দিকে তাকালেন।

বাদশা মস্ত বড়ো ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'আমাদের চোখের সামনেই কতো অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়—কিন্তু বুঝিয়ে দিলেই সহজ হ'য়ে যায় সব। কি, ঠিক বলেছি কিনা কাকা?'

কাকা শুধু বললেন, 'ঠিক।'

॥ তিন ॥

বাদশার পড়ার ঘরে এলেন কাকা।

হঠাৎ কাকা পড়ার ঘরে কেন? বই থেকে চোখ তুলে কাকার দিকে তাকালো বাদশা।

কাকা বললেন, 'একটা ছবি এঁকে ফেলতো বাদশা।'

'ছবি? হঠাৎ ছবি আঁকবো কেন?' অবাক হ'য়ে বললো বাদশা।

কাকা বললেন, 'দরকার আছে আমার।'

বাদশা কাকার মুখের দিকে তাকালো একবার। তারপর বললো, 'কি রকম ছবি আঁকবো বলো?'

'যেমন ইচ্ছে।' কাকা বললেন সঙ্গে সঙ্গে।

বাদশা বললো, 'চমৎকার ক'রে রঙ-টঙ দিয়ে আঁকবো তো ছবিটা।'

না না, রঙ-টঙ দিয়ে আঁকবার দরকার নেই। কালো কালি দিয়ে আঁকলেই হবে। আঁকবে সাদা কাগজে।' কাকা বললেন।

তার মানে কাকা ছবিটা নিয়ে কিছু একটা করবেন।

কি করবেন কাকা? ঠিক, রসায়নের রহস্যের ব্যাপার আছে এর মধ্যে। না থেকেই পারে না। হঠাৎ নাহলে সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে ছবি আঁকতে বলবেন কেন কাকা! রঙ-টঙ লাগাতেই বা কেন না করবেন?

এসব ভেবেই বাদশা বললো, 'ছবিটা কখন চাই বলো।'

'এখখুনি।' কাকা বললেন।

বাদশা টেবিলের ওপর খুলে রাখা বইটার দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'ঠিক আছে, এঁকে দিচ্ছি এখুনি।'

কাকা একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'তুমি তাহলে এঁকে ফেলো, আমি একটু কাজ সেরে আসছি।'

ব'লেই কাকা চলে গেলেন।

কাকার চলে যাওয়া দেখলো বাদশা। এক মুহূর্ত ভাবলো। তারপর খোলা বইটা বন্ধ ক'রে সরিয়ে রাখলো একপাশে।

খাতা থেকে একটা সাদা পাতা নিয়ে এলো এবার। কালো কলমটা খুলে বসলো।

কিন্তু কি ছবি আঁকবে?

যেমন ইচ্ছে একটা ছবি আঁকতে বলেছেন কাকা। কিন্তু যেমন খুশি ছবি মানে কেমন ছবি?

একটু সময় ভাবলো বাদশা। তারপর একটা নদী আঁকলো। নদীতে একটা নৌকো আঁকলো। নৌকোর ওপরের আকাশে আঁকলো একটা সূর্য।

রঙ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কাকা যখন না করেছেন, তখন রঙ দিলো না বাদশা।

ছবি আঁকা হ'তে হ'তেই কাকা এসে ঢুকলেন ঘরে।

বাদশা ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে বললো, 'এই যে কাকা ছবি আঁকা হ'য়ে গেছে।'

'দেখি।' ব'লে বাদশার হাত থেকে ছবিটা নিয়ে নিলেন কাকা। চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

বাদশা বললো, 'কি, ঠিক আছে?'

কাকা বললেন, 'একেবারে ঠিক।'

'এখন কি করবে ছবিটা দিয়ে?' বাদশা জিজ্ঞেস করলো এবার।

কাকা বললেন, 'এখন ছবিটা নিয়ে যাবো।'

'তারপর?' বাদশা জিজ্ঞেস করলো।

কাকা বললেন, 'তারপর যা হবার তা তোমায় দেখিয়ে দেবো।'

ব'লে ছবিটা নিয়ে চলে গেলেন কাকা।

সত্যি, বাদশা ভাবতেই পারছে না, ছবিটা নিয়ে কি করবেন

কাকা। তবে রসায়নের রহস্যের ব্যাপারটা যে পেছনে আছে, তাতে ভুল নেই।

যাকৃগে, মনে মনে ভাবলো বাদশা, যাই করুন কাকা, তাতো জানতেই পারবে। ভেবেই ফের বইটা খুলে পড়তে বসলো।

পরদিন কাকা ডাকলেন বাদশাকে।

বাদশা কাকার ঘরে আসতেই কাকা বললেন, 'এই যে, তোমার সেই ছবি। এই ছবিকে আমি রঙিন ক'রে দেবো।'

টেবিলের দিকে তাকালো বাদশা। না, রঙ-টঙ নেই টেবিলের ওপর। কেবল তিনটে জল ভর্তি কাঁচের গ্লাস টেবিলের ওপর সাজানো। টেবিলের ওপর অবশ্য একটা তুলি আছে। শুধু জল আর তুলি দিয়ে কি আর রঙ করা সম্ভব? কখ্খনো সম্ভব নয়।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কাকার দিকে তাকিয়ে বাদশা বললো, 'রঙ কোথায় যে রঙ করবে?'

হাসলেন কাকা। বললেন, 'টেবিলের ওপর তুমি রঙ দেখতে পাচ্ছো না?'

বাদশা ফের টেবিলের ওপর চোখ রাখলো। ভালো ক'রে দেখলো টেবিলটা।

না, টেবিলের ওপর কোথাও রঙ দেখতে পেলো না বাদশা।

টেবিল থেকে চোখ তুলে বাদশা কাকার দিকে তাকালো।

কাকা হাসলেন। বললেন, 'ঐ যে তিনটে গ্লাস, ঐ তিনটে গ্লাসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে রঙ।'

'তিনটে গ্লাসে তো জল দেখতে পাচ্ছি।' বাদশা বললো।

ফের হাসলেন কাকা। বললেন, 'দেখতে জানলে ঐ সাদা জলকেই রঙিন দেখতে পেতে।'

ব'লেই তুলে নিলেন তুলিটা। তারপর বললেন, 'বিশ্বাস না হয় ছাখো।'

তুলিটা প্রথম গ্লাসের জলে ডোবালেন কাকা। তারপর তুলিটা তুলে কাগজের ওপর আঁকা সূর্যের ওপর বোলালেন। সঙ্গে সঙ্গে লাল হ'য়ে গেলো সূর্য।



জল কি ক'রে লাল হলো ? অবাক হ'য়ে বুঝতে চেষ্টা করলো।

কাকা এবার দ্বিতীয় গ্লাসটাতে ডোবালেন তুলিটা। তারপর সেটা বুলিয়ে দিলেন নদীর ওপর। নদীর জল হ'য়ে গেলো নীল।

কাকা ফিরে তাকালেন বাদশার দিকে। বললেন, 'এবার নৌকোটার রঙ করতে হবে।'

'কি রঙ হবে নৌকোটার ?' বাদশা জিজ্ঞেস করলো।

কাকা বললেন, 'কালো রঙ।'

ব'লেই তুলিটা তৃতীয় গ্লাসে ঢোকালেন কাকা। তারপর বোলালেন নৌকোটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কালো হ'য়ে গেলো নৌকোটা।

কাকা বাদশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হলো ?'

ছবিটাতে এখন তিনটে রঙ। লাল সূর্য, নীল নদী, আর কালো নৌকো।

বাদশা ছবির রঙ দেখতে দেখতে বললো, 'বুঝতে পারছি, এটা রসায়নের রহস্য। কিন্তু শুধু জল থেকে কি ক'রে হলো এতো রঙ?'

কাকা ছবিটা তুলে ধরলেন। তারপর বললেন, 'তোমার কাছ থেকে ছবিটা আঁকিয়ে নিয়ে আমি ছবিটার ওপর গাঢ় ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ভালো ক'রে সেটা শুকিয়ে নিয়েছি তারপর।'

'তাতেই রঙ হ'য়ে গেলো?' জিজ্ঞেস করলো বাদশা।

কাকা বললেন, 'উহুঁ, তাতে রঙ হয়নি। এই যে তিনটে গ্লাস দেখছো, এই তিনটে গ্লাসের প্রথম গ্লাসটায় আছে অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেটের লঘু দ্রবণ, দ্বিতীয় গ্লাসটায় আছে পটাসিয়াস ফেরো-সায়ানাইডের লঘু দ্রবণ আর তৃতীয় গ্লাসটায় আছে ট্যানিক অ্যাসিড। এই দ্রবণগুলোকে হঠাৎ দেখলে জল ব'লেই মনে হয়। কি, ঠিক কিনা?'

'আমি তো জল ব'লেই ভেবেছিলাম।' বাদশা বললো।

'তুলি দিয়ে আমি যখন প্রথম গ্লাসের এ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেটের লঘু দ্রবণ ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণের ওপর বুলিয়ে দিয়েছি তখন বিক্রিয়ার ফলে সূর্য হ'য়ে উঠেছে লাল। এমনিভাবে নদী হয়েছে পটাসিয়াম ফেরো সায়ানাইডের বিক্রিয়ার ফলে নীল। আর ফেরিক ক্লোরাইডের সঙ্গে ট্যানিক এ্যাসিডের যে বিক্রিয়া হয়েছে, তাতে নৌকোর রঙ হয়েছে কালো। এই কালো রঙ হলো অদ্রবণীয় ফেরিক ট্যানেট।'

কাকা প্রায় সায়েন্স স্যারের মতো একটানা বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন।

বাদশা ছবিটার দিকে তাকালো একবার। তারপর তাকালো কাঁচের গ্লাসগুলোর দিকে।

সত্যি, রাসায়নিক রহস্য এমন সব কাণ্ড ক'রে ফেলতে পারে, যা স্বপ্নেও আমরা ভাবতে পারি না।

কাকা বাদশার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'ভেবো না, আরো অনেক কাণ্ড দেখিয়ে দেবো।'

বড়ো ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেলে, টেবিলের জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে বাদশা বললো, 'তোমার টেবিলের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছি।'

কাকা এবার হাসতে থাকলেন।

॥ চার ॥

অফিসের কাজে বর্ধমান গিয়েছিলেন বাবা।

ফিরলেন রাত করে।

বাদশা মনে মনে বাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। আসলে বাবা দেরি ক'রে ফিরলে বাদশা আজকাল খুব ভাবে। কেন ভাবে বাদশা তা জানে না।

অবশ্য পড়ার টেবিলে বই নিয়ে বসেছিলো বাদশা। কিন্তু মন ছিলো না পড়ায়। দরজায় বাবার পায়ের শব্দ শোনার জন্যে অধৈর্য হ'য়ে উঠেছিলো বাদশা। ঘড়ি যে এতো তাড়াতাড়ি চলে সেটা যেন বাবা দেরি ক'রে ফিরলেই বুঝতে পারে বাদশা।

পোশাক পাল্টে হাত মুখ ধুয়ে এসে বাবা যখন চা খেতে বসলেন বাদশা তখন কাছে এসে বললো, 'ফিরতে তোমার এতো দেরি হলো কেন বাবা ?'

বাবা বুঝি বাদশার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেললেন, বাদশার খুব ভাবনা হয়েছিলো তাঁর দেরি ক'রে ফেরার জন্যে। বুঝেই বললেন, 'কি করবো, ট্রেনে গোলমাল ছিলো। তারপর হাওড়ায় এসে ট্যাক্সির জন্যে লাইন দিতে হয়েছিলো। লাইনে প্রায় আধঘণ্টা লেগেছে—'

বাদশা শুনলো, কিছু বললো না।

বাবা হেসে বললেন, 'খুব ভাবছিলে বুঝি ?'

বাদশা কিছু না ব'লে মাথা নিচু ক'রে রইলো।

কাকা ঠিক তখুনি এলেন ঘরে থেকে। বাবার সামনের চেয়ারটাতে বসলেন। বললেন, 'তোমার দেরি দেখে আমারও খুব ভাবনা হচ্ছিলো।'

বাবা বললেন, 'ভাবনা তো হবেই।'

কাকা একবার বাদশার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আজ একটা অসম্ভব কাণ্ড ক'রে তোমাদের দেখাবো ব'লে অপেক্ষা ক'রে আছি—তুমি না ফিরলে সেটাও দেখাতে পারছিলাম না।'

বাবা অবাক হ'য়ে বললেন, 'অসম্ভব কাণ্ড মানে?'

কাকা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বাদশা তার আগেই বললো, 'রসায়নের রহস্য।'

কাকা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ঠিক।'

একটা মোটা সুতো ছিলো কাকার হাতে। সুতোটা তুলে ধ'রে কাকা বললেন, 'অসম্ভব কাণ্ডটা হবে এই সুতোটা দিয়ে।'

ব'লেই বাদশার দিকে ফিরলেন কাকা। বললেন, 'রান্নাঘর থেকে সাঁড়াশীটা নিয়ে আসবে বাদশা।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো বাদশা। তারপর প্রায় ছুটেই রান্নাঘর থেকে সাঁড়াশীটা নিয়ে এলো।

'হঠাৎ সাঁড়াশীটা দিয়ে কি হবে এখন?' বলতে বলতে বাদশার মা এসে দাঁড়ালেন সেখানে।

কাকা গম্ভীর গলায় বললেন, 'কোনো প্রশ্ন কোরো না, যা করছি দেখে যাও।'

বাদশার হাত থেকে সাঁড়াশীটা নিয়ে ঘরের এদিক ওদিক তাকালেন। দেখলেন দেয়ালের গায়ে ডাক বাক্সের চাবিটা একটা পেরেকে ঝুলছে। বাদশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার ওই চাবিটা নিয়ে এসো।'

বাদশা দাঁড়িয়েই ছিলো। এগিয়ে গিয়ে পেরেক থেকে খুলে নিয়ে এলো চাবিটা। কাকা হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিলেন বাদশার হাত থেকে।

মা বাবা আর বাদশার চোখে পলক পড়ছে না।

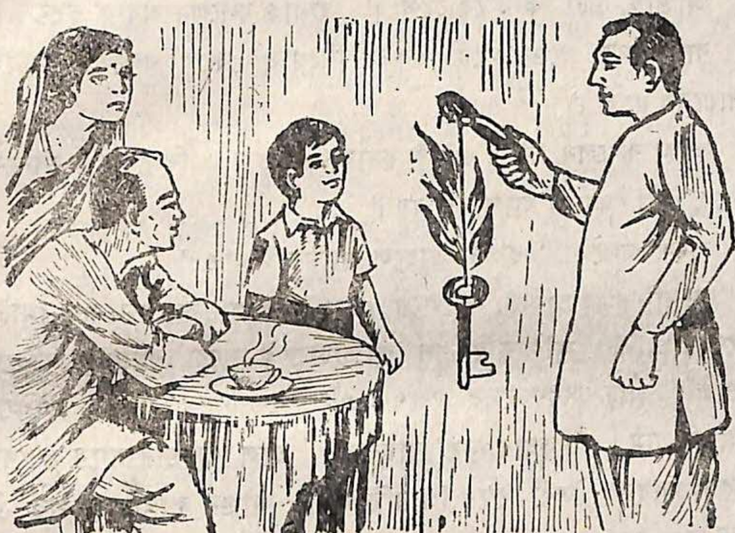
কাকা তার হাতের মোটা সুতোর একদিকে বেঁধে ফেললেন

চাবিটা। অন্যদিকটা সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরলেন। তারপর তুলে ধরলেন সেটা।

চাবিটা শূন্যে এখন দুলছে।

এবার কি করবেন কাকা? বাদশা উত্তেজিত ভাবে ভাবলো।

সঙ্গে সঙ্গে কাকা বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দেশলাই দাও।'



বাবা পকেট থেকে বের ক'রে দেশলাইটা কাকার হাতে দিলেন।

কাকা বাদশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাও, এবার সুতোটাতে আগুন ধরিয়ে দাও।'

ব'লে দেশলাইটা এগিয়ে দিলেন বাদশার দিকে।

সুতোয় আগুন লাগালে তো সুতোটা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। এখানে আর রহস্য কি থাকলো! কথাটা বাদশা ভাবলো বটে, কিন্তু বললো না। সাবধানে দেশলাইটা জ্বালালো। তারপর জ্বলন্ত কাঠিটা ধরলো সুতোর গায়ে।

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো সুতোটা। দেখতে দেখতে পুরো সুতোটা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো।

কিন্তু সুতো ছাই হওয়া সত্ত্বেও গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে পড়লো না। বরং চাবিটা যেমন ভাবে সুতোর সঙ্গে ঝুলছিলো, ছাই হ'য়ে যাওয়া সুতোর সঙ্গে তেমনিভাবেই ঝুলছে।

মা অবাক হয়ে বললেন, 'এটা কি ক'রে হলো?'

'সত্যিই, এটা কি ক'রে হলো?' বাবাও বললেন অবাক হ'য়ে।

বাদশা মস্ত বড়ো ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'এটাই রসায়নের রহস্য।'

কাকা বললেন, 'ঠিক, এটাই রসায়নের রহস্য। কিন্তু রহস্য জানলে বলবে, এটা কোনো ব্যাপারই নয়।'

বাদশা বললো, 'রহস্যটা তাহলে জানিয়েই দাও।'

তেমনিভাবে চাবিটা ঝুলিয়ে রেখেই কাকা বললেন, 'যে মোটা সুতোয় চাবিটা ঝুলিয়েছি, সে সুতোটাতেই পুরো রহস্যটা লুকিয়ে আছে। গাঢ় লবণজলের দ্রবণে এই সুতোটাকে ডুবিয়ে শুকিয়ে রেখেছিলাম। একবার নয়, বারবার। ফলে সুতোর গায়ে লবণের একটা আবরণ তৈরী হ'য়ে গিয়েছিলো। আগুন লাগানোর পর ঐ গাঢ় লবণ জলের দ্রবণে সুতোর গায়ে আবরণ তৈরি হওয়ায় সুতোটা পুড়েছে, কিন্তু গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যায়নি। চাবিটাকে তাই পুড়ে যাবার পরও ধ'রে রেখেছে সুতোটা।'

'সত্যিই, এখন মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা কোনো ব্যাপারই নয়।' মা মস্ত বড়ো ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন।

বাবা বললেন, 'অথচ কতো কিছু ভেবে ফেলেছিলাম।'

কাকা বললেন, 'পৃথিবীর অনেক রহস্যই আমাদের কাছে রহস্য হ'য়ে থাকে, তার আসল ব্যাখ্যাটা জানি না ব'লে।'

বাবা বললেন, 'ঠিক।'

বাদশা খুশি-খুশি চোখে চাবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

॥ পাঁচ ॥

বিকেলে দারুণ মেঘ জমলো আকাশে।

পার্কে খেলতে যাবার কথা বাদশার। বাদশা তৈরিও হলো খেলতে যাবার জন্যে। কিন্তু বেরোবার সময় মা সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'যা মেঘ করেছে, বৃষ্টি নামবেই। খেলতে গিয়ে ভিজে আসবে। কোনো দরকার নেই খেলতে যাবার।'

'ভিজেল আর কি এমন হবে?' বাদশা সহজ গলায় বললো।

মা বললেন, 'ভিজলে যদি অসুখ-টসুখ করে, তাহলে পরীক্ষাটা নষ্ট হবে। একদিন না খেললে এমন কিছু হবে না।'

বাদশা আর কিছু বলতে পারলো না। সত্যিই তো, অসুখ-টসুখ করলে পরীক্ষাটা নষ্ট হবে। বাদশা নিজেও চায় না পরীক্ষাটা নষ্ট হোক।

মা ফের বললেন, 'ঘরে ব'সে বরং গল্পের বই-টই পড়ো।'

ব'লে মা চলে গেলেন।

বাদশা একবার আকাশের দিকে তাকালো। মেঘ দেখলো। তারপর পায়ে পায়ে পড়রে টেবিলের কাছে এসে একটা গল্পের বই নিয়ে বসলো।

কিন্তু মন লাগলো না গল্পের বইয়ে। কি ক'রে মন লাগবে! বিকেল বেলা খেলার মাঠ ছাড়া আর কিছু কখনও ভালো লাগতে পারে?

দেখতে দেখতে অনেকটা সময় ফুরিয়ে গেলো।

হঠাৎ হাওয়া উঠলো দারুণ! ঝড়ের মতো হাওয়া। ধূলোয় ভ'রে গেলো চারদিক। জানালাগুলো মুহূর্তে বন্ধ ক'রে দিলো বাদশা।

বেশ খানিকটা সময় হাওয়া চললো।

মা এসে বললেন, 'দেখলে বাদশা, এই হাওয়ায় খেলার মাঠ থেকে ফিরতে তোর কষ্ট হতো।'

বাদশা কিছু বললো না। মনে মনে ভাবলো, 'এই হাওয়ায় আমার ফিরতে ভালোই লাগতো।'

হাওয়া বন্ধ হ'য়ে যেতে কড়া নাড়বার শব্দ হলো। শোনা গেলো কাকার গলা।

বাদশা গিয়ে দরজা খুললো। দরজা খুলেই অবাক। আকাশে আর এক টুকরোও মেঘ নেই। ঝক্ ঝক্ করছে আকাশ।

বাদশা কাকার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি রকম মেঘ করেছিলো, দেখেছিলে?'

'মনে হয়েছিলো দারুণ বৃষ্টি হবে।' কাকা বললেন।

বাদশা বললো, 'হাওয়ায় পুরো মেঘটাই উড়ে গেছে। কি জোর হাওয়া হয়েছিলো, বলো? অতো মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেলো!'

মুহূর্তে কাকার মুখে খুশির হাসি জেগে উঠলো। বাদশার দিকে ফিরে বললেন, 'চলো, তোমায় আমি এখুনি মেঘ দেখাবো।'

'মেঘ দেখাবে? মানে?' অবাক হ'য়ে বললো বাদশা।

কাকা বললেন, 'মেঘ দেখাবো মানে মেঘ দেখাবো।'

বাদশা ঠিক বুঝতে পারছে না, কাকা কি বলছেন! অসহায় ভাবে কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কাকা এবার হেসে বললেন, 'ভেবো না বানিয়ে বলছি কথাটা। ঠিক দেখবে ঘরের মধ্যে মেঘ জমেছে।'

ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট হলো বাদশার কাছে। কাকা রসায়নের নতুন একটা রহস্য দেখাবেন ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'বুঝেছি, রসায়নের রহস্য।'

'ঠিক, রসায়নের রহস্য।' কাকা বললেন।

তারপর বাদশাকে নিয়ে সোজা চলে এলেন নিজের ঘরে।

ঘরে এসেই ছোট স্টোভটা জ্বেলে ফেললেন কাকা।

'মেঘ বানাবে তো স্টোভ জ্বালালে কেন?' স্টোভ জ্বালাতেই বললো বাদশা।

হাসলেন কাকা। বললেন, 'শুধু দেখে যাও। প্রশ্ন কোরো না।'

বাদশা চুপ ক'রে রইলো।

কাকা এবার একটা লোহার মোটা তার নিলেন। তারপর তার একদিক রাখলেন স্টোভের আগুনে। রেখেই একটা কৌটো থেকে বের করলেন একটা ট্যাবলেট। সেটা রাখলেন একটা প্লেটের ওপর।

প্রশ্ন করতে না করেছেন কাকা। সেজন্যে বাদশা কোনো প্রশ্ন করলো না।

স্টোভের আগুনে তারের একদিক লাল হ'য়ে উঠেছে।

কাকা ছোট্ট একটা সাঁড়াশী তুলে নিলেন টেবিলের ওপর থেকে। তারপর তারটাকে সেই সাঁড়াশী দিয়ে তুলে নিলেন।

এবার কি করবেন কাকা, ঠিক বুঝতে পারছে না বাদশা।

কাকা তারটা তুলে নিয়ে এসে গরম দিকটা ধরলেন ট্যাবলেটের ওপর। বাদশা অবাক হ'য়ে দেখলো, সেই ট্যাবলেট থেকে মেঘের মতো ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে। সেই ধোঁয়া ভাসতে ভাসতে গিয়ে জমা হচ্ছে ছাদের কাছে।

সত্যি, একেবারে মেঘ।

একটা ছোট্ট ট্যাবলেট থেকে যে এমন একটা ব্যাপার ঘটবে, তা ভাবতেই পারছে না বাদশা।

কাকা সেই মেঘের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি হলো দেখতে পাচ্ছো?

বাদশা খুশি-খুশি গলায় বললো, 'দেখতে পাচ্ছি।'

ব'লেই পা বাড়ালো বাইরে যাবার জন্যে।

কাকা অবাক হ'য়ে বললেন, 'কি হলো, বাইরে যাচ্ছো কেন?'

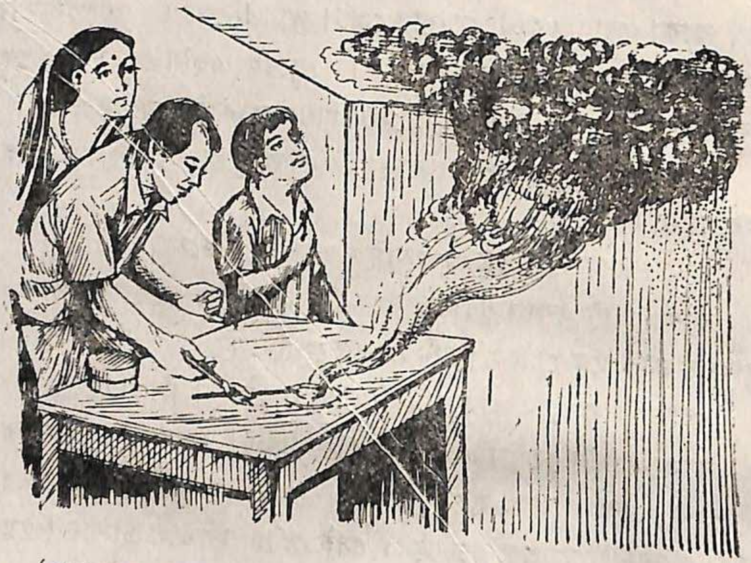
'মাকে ডেকে নিয়ে আসছি। মা-ও মেঘ দেখবে।'

মুহূর্তে ছুটে গিয়ে মাকে নিয়ে এলো বাদশা।

মা ঘরে ঢুকেই বললেন, 'একী, এতো ধোঁয়া কেন?'

'ধোঁয়া নয়, মেঘ।' কাকা বললেন।

মা বললেন, 'সত্যিই, মেঘ মনে হচ্ছে। এরকম মেঘ কি ক'রে হলো?'



'রসায়নের রহস্য।' বাদশা বললো সঙ্গে সঙ্গে।

কাকা হাসলেন। বললেন, 'এই ট্যাবলেটটা হলো মেথিলেটেড স্পিরিট ট্যাবলেট। এই মোটা লোহার তারটার গরম অংশ মেথিলেটেড স্পিরিট ট্যাবলেটের দহনের সৃষ্টি করেছে। এই দহনের জন্যেই তৈরি হয়েছে মেঘের মতো ধোঁয়া।'

মা অবাক হ'য়ে শুনলেন। তারপর বললেন, 'সত্যি এতো সব কাণ্ডও জানো!'

ব'লে কাজে চলে গেলেন মা।

কাকা বাদশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি, মেঘ হলো?'

বাদশা মেঘের মতো ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে শুধু বললো, 'হলো!'

॥ ছয় ॥

তাপস সেদিন বিকেল বেলায় এলো মেসোমশাইয়ের সঙ্গে।

মেসোমশাই বর্ধমানে থাকেন। মাঝে মাঝেই অফিসের কাজে থাকেন কোলকাতায়। যেদিন কাজ থাকে, তার আগের দিন চলে আসেন মেসোমশাই। হৈ হৈ ক'রে গল্প ক'রে কাটিয়ে দেন দিনটা। সত্যি মেসোমশাই এলে বাড়িটাই যেন অন্য রকম হ'য়ে যায়।

তাপসকেও ভারি পছন্দ বাদশার। ঠিক বাদশার সমান তাপস। বাদশার সঙ্গে তাই দারুণ বন্ধুত্বও হ'য়ে গেছে। তাপসের সব গল্প যেমন বাদশার মুখস্থ, তাপসেরও বুঝি মুখস্থ বাদশার সব গল্প।

কাকাও তাপসকে দারুণ ভালোবাসেন। তাপস এলে কাকাও তাই খুশি হ'য়ে ওঠেন। তাপসকে নিয়ে কখনও কখনও বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন কাকা। সঙ্গে অবশ্য বাদশাকেও নেন। রাস্তায় বেশ খাওয়া-দাওয়াও হয়। বেড়াবার সেই দিনগুলো কী যে চমৎকার দিন, তা কাউকে বোঝাতে পারবে না বাদশা।

বিকেল বেলা যখন তাপস আর মেসোমশাই এলেন, তখন কাকাও বাড়িতে ছিলেন। এমনিতে ছুটির দিন এসময় কাকা বেড়াতে চলে যান। আজ পড়াশুনো করছিলেন ব'লে বেরোন নি।

মেসোমশাই এসেই বাবা আর মা'র সঙ্গে গল্প করতে ব'সে গেছেন।

কাকা তাপসকে নিয়ে এসেছেন নিজের ঘরে। বাদশাও এসেছে সেই সঙ্গে।

কাকার টেবিলের ওপরের জিনিসপত্রগুলো দেখে তাপস তো অবাক। বললো, 'তোমার কবিতাগুলো এরকম হ'য়ে গেছে।'

কাকা হাসলেন।

বাদশা বললো, 'কাকা এখন রসায়ন নিয়ে ভাবছে, পড়াশুনো করছে রসায়ন নিয়ে।'

'বলো, এর চাইতে মজার আর কিছু আছে নাকি?' কাকা বললেন।

তাপস বললো, 'তোমার কাছে তো কবিতাই সব চাইতে বেশী মজার ছিলো।'

একমুহূর্ত ভাবলেন কাকা। তারপর বললেন, 'দেখবে, আবার হয়তো কবিতাই সব চাইতে মজার হ'য়ে উঠবে। কখন যে কি হয়, সেটা আমি নিজেই জানি না।'

বাদশা কাকার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'সত্যি, তুমি বলতেও পারো।'

তাপস ফের টেবিলের দিকে তাকালো। জিনিসপত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর বললো, 'আমায় কিছু দেখাবে না?'

'নিশ্চয়ই দেখাবো।' কাকা বললেন।

তাপস বললো, 'কখন দেখাবে?'

'সে তোমায় জিজ্ঞেস করতে হবে না। যেমন তেমন কিছু একটা তোমায় দেখালে তো হবে না। তার জন্যে একটু ভাবতে হবে। কাকা বললেন।

'ঠিক। তাপসকে দারুণ রকম একটা রসায়নের রহস্য তোমায় দেখাতে হবে কাকা।' বাদশা বললো।

'নাহলে আমি ছাড়বো নাকি?' তাপস বললো বাদশার দিকে তাকিয়ে।

বাদশা বললো, 'চল, এবার আমার ঘরে। তোকে আমার খেলার এ্যালবামটা দেখাবো।'

খেলার এ্যালবামের কথায় খুশি হ'য়ে উঠলো তাপস। বললো, 'চল।'

আমরা ওঘরে যাচ্ছি কাকা। ব'লেই বাদশা পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলো খাবার ঘর থেকে।

ছু'জন মিলে অসম্ভব মনোযোগ দিয়ে এ্যালবাম দেখছিলো।

কাকা ঢুকলেন হঠাৎ।

কাকার হাতে কাঁচের একটা জগ আর কাঁচের একটা গ্লাস।

'হঠাৎ গ্লাস আর জলের জগ নিয়ে এলে কেন?' বাদশা অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো।

কাকা বললেন, 'তোমরা জল চেয়েছো; তাই নিয়ে এলাম জল।'

তাপস আরো অবাক হলো। বললো, 'কই নাতো, আমরা কেউ জল চাইনি তো!'

কাকা হাসলেন। বললেন, 'তাহলে বোধহয় ভুল শুনেছি।'

ব'লে থামলেন একটুখানি। তারপর বললেন, 'যাকগে, যখন জল এনেছি, তখন খেয়ে নাও জল।'

বাদশা তাপসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কিরে তোর জলতেষ্টা পেয়েছে?'

'জলের জগটা দেখে জলতেষ্টা পেয়েছে।' তাপস বললো।

বাদশা বললো, 'তাহলে তুই জল খেয়ে নে। আমি খাব না জল।'

কথাটা শুনেই খুশি হ'য়ে উঠলেন কাকা। তারপর এগিয়ে এসে গ্লাসটা তাপসের সামনে টেবিলের ওপর রাখলেন। খুব সাবধানে জগ থেকে গ্লাসের ভেতর জল ঢালতে থাকলেন।

কিন্তু একী ব্যাপার!

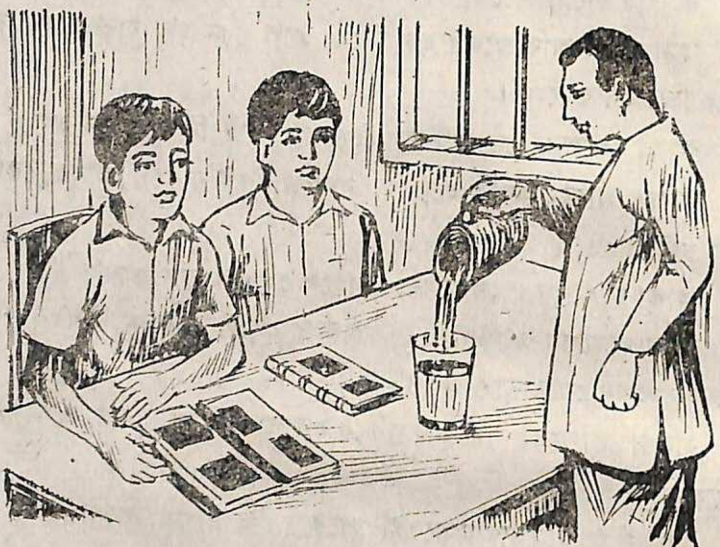
জলটা মুহূর্তেই ছুধ হ'য়ে গেলো যে।

তাপস লাফিয়ে উঠলো, 'জলটা গ্লাসে প'ড়েই ছুধ হ'য়ে গেলো কেন?'

'তাইতো! অদ্ভুত ব্যাপার তো!' কাকা জগটা তুলে নিয়ে ভালো ক'রে দেখতে চেষ্টা করলেন।

বাদশা কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো রকমে গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'জগের জল দেখে কোনো লাভ নেই কাকা। এটা রসায়নের রহস্য।'

মুহূর্তে বাদশার দিকে তাকালো তাপস!



বাদশা এবার হাসলো। বললো, 'তোকে দারুণ রকমের একটা রসায়নের রহস্য দেখাবে বলেছিলে না কাকা? সেটাই দেখিয়ে দিলো।'

তাপস কোনো রকমে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা ক'রে কাকার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি, সত্যি?'

হতাশগলায় কাকা বললেন, 'বাদশা যখন বুঝে ফেলেছে, তখন আর লুকিয়ে লাভ কি?'

'ঠিক লুকিয়ে আর লাভ নেই।' বাদশা বললো।

'কি ক'রে জলকে দুধ বানিয়ে ফেললে, সেটা এবার তাহলে ব'লে ফেলো।'

কাকার দিকে তাকিয়ে বললো তাপস।

জগটা টেবিলের ওপর রাখলেন কাকা। ছু'জনের মুখ ভালো ক'রে দেখলেন। তারপর বললেন, 'জল কখনও দুধ হ'তে পারে না। কাজেই দুধের মতো একটা রঙ তৈরী করবার জন্যে রসায়নের সাহায্য নিতে হয়েছে আমায়।' ব'লে জগটা তুলে ধরলেন কাকা। বললেন, 'এই জগের জল কিন্তু জল নয়, লঘু হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড। প্রথমেই তোমরা এই ভুলটা ক'রে ফেলেছো। গ্লাসের ভেতরেও একটা জিনিস ছিলো, সেটাও তোমরা দেখতে পাওনি। সেই জিনিসটা হলো, সোডিয়াম থায়োসালফেট। দেখতে না পাবার কারণ সোডিয়াম থায়োসালফেটের দ্রবণ একেবারে স্বচ্ছ। কাঁচের গ্লাসের নিচে সেই দ্রবণ প্রায় মিশেই ছিলো। হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের সঙ্গে সোডিয়াম থায়োসালফেটের বিক্রিয়ায় তৈরী হয় গন্ধকের অসম্ভব সূক্ষ্ম কণা। সেই কণা সাদা। তাই আমি যেই গ্লাসে লঘু হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড ঢেলেছি সঙ্গে সঙ্গে—

'বাকিটা আমিই বলছি কাকা।' ব'লে কাকার দিকে একবার তাকিয়ে হেসে তাপসের দিকে একবার ফিরে বাদশা বললো, 'অমনি সোডিয়াম থায়োসালফেটের সঙ্গে তার বিক্রিয়া শুরু হয়েছে। আর সেই বিক্রিয়ার ফলে—আর বলতে হবে।'

'না, আর বলতে হবে না। সব বুঝে ফেলেছি।' তাপস বললো গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে।

কাকা বললেন, 'কি, তাহলে যা দেখতে চেয়েছিলে—'

কাকার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাপস বললো, 'দেখে নিয়েছি।'

বাদশা নিজের মনেই হাসতে থাকলো।

॥ সাত ॥

কাকার সঙ্গে ব'সে ক্রিকেটের গল্প হলো বাদশার।

বাবাও পাশে বসেছিলেন। মাঝে মাঁঝে কিছু কিছু গল্প বলছিলেন বাবাও।

ক্রিকেটের গল্প শুরু হ'লে আর শেষ হয় না। নতুন নতুন গল্প এসে ভীড় করতে থাকে।

গল্প করতে করতেই টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজের টুকরো তুলে নিলেন কাকা। বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কাছে দেশলাই আছে?'

বাবা বললেন, 'আছে।'

'তাহলে আমায় দেশলাইটা দাও।' ব'লে ককো হাত বাড়ালেন বাবার দিকে।

বাবা বললেন, 'কি হবে, দেশলাইটা দিয়ে?'

কাকা বললেন, 'দরকার আছে একটা।'

বাবা পকেট থেকে দেশলাইটা বের ক'রে কাকার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

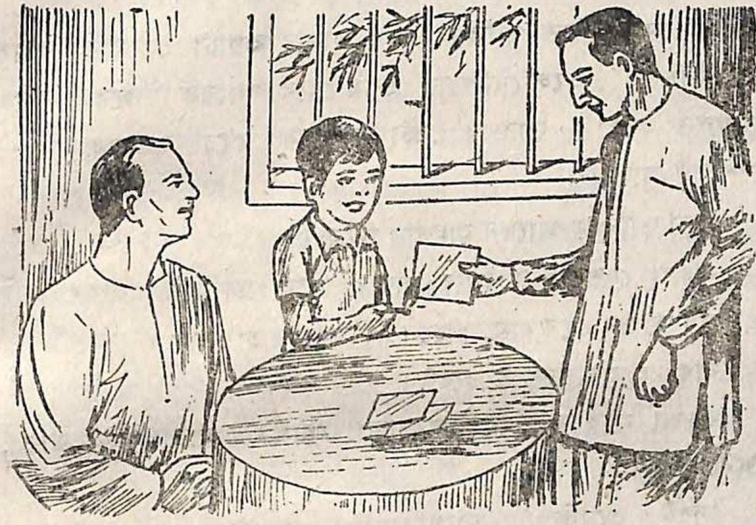
বাদশা খানিকটা অবাক হলো। হঠাৎ বাবার কাছ থেকে কাকা দেশলাইটা নিলেন কেন? দরকারটা কিসের?

প্রশ্নটা করবার আগেই কাকা বললেন, 'কি দরকার, ভাবছো তো?'

'ভাববোই তো।' বাদশা বললো সঙ্গে সঙ্গে।

'কিন্তু বেশীক্ষণ তোমাকে ভাবতে দিচ্ছি না।' ব'লেই দেশলাই থেকে একটা কাঠি বের করলেন কাকা তারপর দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে কাঠিটা ঘষে আগুন জ্বালিয়ে সাদা কাগজটার একপাশে আগুন

লাগিয়ে দিলেন। আগুন ধরতেই কাগজটা মেঝের ওপর ফেলে দিলেন কাকা। দেখতে দেখতে আগুনে পুড়ে গেলো কাগজটা। কালো রঙের ছাই শুধু প'ড়ে রইলো মেঝেয়।



ছাইয়ের দিক থেকে চোখ তুলে বাদশার দিকে তাকালেন কাকা। বললেন, 'কি, আর কিছু ভাববার আছে ?'

বাদশা কোনো উত্তর দিলো না। আসলে কোনো উত্তরই হয় না একথার।

বাবা বললেন, 'হঠাৎ কাগজটাকে এমনিভাবে পোড়ানো এমন কি দরকারি ব্যাপার বুঝতে পারছি না।'

হাসলেন কাকা। বললেন, 'আসলে কতো সহজে আমি একটা কাগজে আগুন ধরাতে পারি তাই দেখলাম।'

কথাটা শুনে বাদশা এবার লাফিয়ে উঠলো। বললো, 'কাগজে আগুন ধরানো কখনো কঠিন হয় নাকি ?'

বাবা বললেন, 'ঠিক।'

ফের হাসলেন কাকা। বললেন, 'শুধু কঠিনই নয়, কখনও কখনও আগুন ধরানোই যায় না।'

বাদশা বললো, 'তোমার কথাটা আমি বিশ্বাস করি না। একটা কাগজ দাও, এখ্‌খুনি আমি তোমার সামনে আগুন ধরিয়ে দেখিয়ে দেবো।'

'সে আমি দিতে পারি। কিন্তু আমার কথাটা তোমার বিশ্বাস করা উচিত।' ব'লে টেবিলের ওপর থেকে আরেক টুকরো কাগজ তুললেন কাকা। তারপর সেটা বাড়িয়ে ধ'রে বললেন, 'নাও, দেশলাই জ্বালাও।'

বাবা তাকিয়ে আছেন বাদশার দিকে।

বাদশা দেশলাইটা নিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, যদি একবার আগুন ধ'রে যায়, তাহলে কি কাকার হার হবে?'

বাবা বললেন, 'তাতো হবেই।'

বাদশা কাকার দিকে তাকালো এবার। বললো, 'কি কাকা, শুনেছো তো?'

'সবই শুনেছি। আগে তুমি কাগজটা ধরাও।' কাকা বললেন।

বাদশা দু'তিনবার ঘষে দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বালালো। তারপর কাকার হাতে ধরা কাগজটার একদিকে কাঠির মাথার আগুনটা ধরলো। উত্তেজনায় ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছে বুকের ভেতরটা!

কিন্তু কাগজটা তো জ্বলছে না! কাঠিটা পুড়েই যায়।

আরো ভালো ক'রে আগুনটাকে কাগজের নিচে ধরলো বাদশা। তাকালো কাকার মুখের দিকে।

কাকার মুখে হাসির রেখা। হাসছে কেন কাকা! কাগজটাতে আগুন ধরছে না ব'লে কি?

বাবা সোজা হ'য়ে ব'সে বললেন, 'কিরে, আগুন ধরাতে পারছিস না কেন?'

'বুঝতে পারছি না।' বাদশা বললো সঙ্গে সঙ্গে। অস্থির হ'য়ে উঠলো ভেতরে ভেতরে। একটা কাগজে আগুন ধরবে না? কেন?

কাঠিটা পুড়তে পুড়তে শেষ হ'য়ে গেলো।

'কি হলো? কাগজটাতে আগুন ধরলো না?' কাকা বললেন। কাকার ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি।

'দাঁড়াও, এবার ধরাচ্ছি—' ব'লে ফের আরেকটা কাঠি দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে ঘষে আগুন জ্বালালো বাদশা।

কাকা সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা ঘুরিয়ে ধ'রে বললেন, 'ওদিকটাতে যখন আগুন ধরেনি, তখন এদিকটাতে ধরাও।'

বাবাও বুঝি অধৈর্য হ'য়ে পড়েছেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'ভালো ক'রে কাগজটার নিচে আগুনটাকে ধরো। একটা কাগজ পুড়বে না— এটা কখনও হয়?'

কাকা হেসে বললেন, 'হয়। তাই ও ধরাতে পারছে না।'

সত্যি, এবারও কাগজটাতে আগুন ধরাতে পারলো না বাদশা।

অসহায়ভাবে কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে বাদশা দেখলো হাসিতে প্রায় ফেটে পড়ছেন কাকা।

হাসিতে ফেটে পড়ছেন কেন কাকা? তাহলে কি—

হ্যাঁ, তাহলে তাই-ই। রাসায়নিক রহস্য এটা। না বুঝেই কাকার ফাঁদে পা দিয়েছে বাদশা।

মুহূর্তে দেশলাইটা রেখে বাদশা বললো, 'না, আর আমি আগুন ধরাতে চেষ্টা করবো না।'

'সেকি' কেন?' কাকা বুঝি ঠাট্টা করলেন।

বাবা কি বলতে গিয়েও বললেন না।

বাদশা বললো, 'এটা পুরোপুরি রাসায়নিক রহস্য। তাই আর ধরাতে চেষ্টা করবো না।'

এবার হো হো ক'রে হেসে উঠলেন কাকা। তারপর বললেন, 'প্রথমেই তোমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিলো, ব্যাপারটা রাসায়নিক

রহস্যই হবে। কারণ একটা কাগজ আগুনে পুড়বে না—এ কখনও হয় ?'

'তার মানে কাগজটার মধ্যেই একটা রহস্য আছে ?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

'রহস্য তো কাগজটার মধ্যেই।' কাকা বললেন।

বাদশা বললো, 'রহস্যটা এবার বুঝিয়ে দাও আমাদের।'

'ফিট্‌কিরি হচ্ছে এর মূল রহস্য। ফিট্‌কিরি দিয়েই আমি তৈরি ক'রে নিয়েছিলাম গাঢ় দ্রবণ। সেই দ্রবণে আমি এই কাগজটা বেশ খানিকটা সময় ডুবিয়ে রেখেছিলাম। তারপর দ্রবণ থেকে কাগজটা তুলে শুকিয়ে নিয়েছি। অবশ্য এটা একবার নয়, বারবার করেছি। আগুনে যেই গরম হয়েছে কাগজটা অমনি ফিট্‌কিরির মধ্যে যে এ্যালুমিনিয়াম সালফেট থাকে, সেই এ্যালুমিনিয়াম সালফেট হ'য়ে গেছে এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আগুনে পোড়ে না। কারণ এটা হলো, আগুন নিরোধক। ব্যস্, এর বেশী আর এ সম্পর্কে বলা যাবে না।'

ব'লেই থামলেন কাকা।

বাবা মস্ত বড়ো ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর তোমায় আমরা কোনো ব্যাপারে কিছু বলছি না। উফ্ খুব হলো আজ !'

'আমি আজ বুঝতেই পারিনি, এর মধ্যে রাসায়নিক রহস্য আছে।' বাদশা বললো।

কাকা বললেন, 'সেজন্যেই তো মজাটা জমলো।'

ব'লেই হো হো ক'রে হাসতে থাকলেন কাকা।

বাদশা আর বাদশার বাবা চুপ ক'রে রইলেন।

চুপ ক'রে না থেকে আর কি করবে বাদশারা !!

॥ আট ॥

ছুটির দিনের দুপুরটা শেষ হ'য়ে আসছে।

কাকা এখনও তার টেবিলে ব'সে পড়ছে আর লিখছে। বাবা ছুটির দিনের খবরের কাগজটা নিয়ে ফের বসেছেন ভেতরে। মা একটুখানি ঘুমিয়ে উঠে ছোট ছোট কাজগুলো সেরে নিচ্ছেন।

বাদশা সারা দুপুর অংক কষেছে। এখন পায়ে পায়ে পড়ার ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো। আজ একটু তাড়াতাড়ি মাঠে যাবে বাদশা। ছুটির দিন তাড়াতাড়ি খেলা শুরু হয়। খেলাও হয় অনেকখন।

বাইরের বারান্দায় এসে রোদের দিকে তাকালো বাদশা।

একটু পরেই রোদ পড়ে আসবে। রোদ পড়লেই বেরিয়ে পড়বে বাদশা।

হঠাৎ বাদশা শুনলো, ভেতরে বাবা বিকেলের চায়ের কথা বলছেন মাকে। শুনতে পেলো বাদশা।

ছুটির দিন ঠিক এমনি সময়েই বাবা চা খান। কাকাও চা খান এই সময়।

হঠাৎ কাকার চা খাবার কথাটা মনে হ'তে লাফিয়ে উঠলো বাদশা।

হ্যাঁ, এই-ই সুযোগ। এখুনি সেই কাণ্ডটা করতে পারে বাদশা। কাকা খেয়ালও করতে পারবেন না কিছু। পড়াশুনোয় মন থাকলে তেমন ক'রে কাকা কিছু দেখতে পান না।

ভেবেই পড়ার ঘরে চলে এলো বাদশা। না, কেউ এখন বাদশার পড়ার ঘরে আসবে না। তবু বাদশা ঘরের দরজাটা ঠেলে দিলো। তারপর চলে এলো বইয়ের র‍্যাকের কাছে।

জিনিসপত্র সব একসঙ্গে গুছিয়ে বইয়ের ফাঁকে লুকিয়ে রেখেছিলো বাদশা। সেগুলো সব বের ক'রে টেবিলের ওপর রাখলো।

কাপ প্লেটটা সাজিয়েই জলের কথা মনে হলো।

একগ্লাস জল চাই।

খুব সাবধানে পড়ার ঘরের বাইরে এলো বাদশা। শোবার ঘরের ছোট টেবিলের ওপর একগ্লাস জল ঢাকা দেওয়া ছিলো। খুব সাবধানে সেই গ্লাসটা তুলে নিয়ে পড়ার ঘরে ফিরে এলো বাদশা। ফের ঠেলে বন্ধ ক'রে দিলো দরজাটা।

এবার শুরু হলো বাদশার কাজ।

কাপের মধ্যে গ্লাস থেকে জল ঢাললো বাদশা। একটা শিশিতে ছিলো পটাসিয়াম আয়োডাইট। কাপের জলে সেই পটাসিয়াম আয়োডাইড মিশিয়ে দিলো। এবার তুলে নিলো আয়োডিনের শিশিটা। খানিকটা আয়োডিন ঢেলে দিলো কাপের ভেতরের সেই দ্রবণে। সঙ্গে সঙ্গে বাদামী রঙ হ'য়ে গেলো কাপের জল। সেই জলকে চা ছাড়া আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না।

মনে মনে দারুণ খুশি হ'য়ে উঠলো বাদশা।

না, আর দেরি করা ঠিক হবে না। ছোট একটা কাঁচের বাটিতে খানিকটা হাইপো নিয়ে নিলো। হাইপো দেখতে চিনির মতোই। একটা চামচ রাখলো সেই হাইপোর বাটিতে।

এক হাতে হাইপোর বাটি, অন্যহাতে একটা প্লেটের ওপর কাপটা নিয়ে এবার পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে এলো বাদশা। তারপর খুব সাবধানে, সবার চোখ এড়িয়ে এসে দাঁড়ালো কাকার ঘরের দরজায়।

কাকা গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছেন। কোনোদিকে কাকার লক্ষ্য নেই।

বাদশার বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় কাঁপছে।

কাকা তো টের পেয়ে যাবেন না? টের পেলে আর মজাটাও হবে না।

যাকৃগে, দেখাই যাক্‌ না।

ভেবেই বাদশা পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো কাকার পাশে। তারপর কাপ আর হাইপোর বাটিটা কাপের পাশে রেখে বাদশা বললো, 'তোমার চা কাকা। চিনি মিশিয়ে নিয়ো।'

কাকা পড়তে পড়তেই বললেন, 'হুঁ।'

বাদশা নড়তে পারছে না। মা যদি চা ক'রে নিয়ে আসেন, তাহলে সব গোলমাল হ'য়ে যাবে।

সেজন্যই ফের বললো, 'কি হলো, চিনি মিশিয়ে নিয়ে চা-টা খাও।

কাকা বই থেকে মুখ তুললেন। বললেন, 'হঠাৎ চিনি মেশাতে হবে কেন?'

বাদশা কোনো রকমে বললো, 'তা আমি কি ক'রে বলবো?'

কিছু না ব'লে কাকা চামচে ক'রে এক চামচ হাইপো তুললেন



কাঁচের বাটি থেকে। তারপর সেটা আয়োডিন আর পটাসিয়াম আয়োডাইড মেশানো কাপের জলে মেশালেন।

মিশিয়ে চমকে উঠলেন কাকা। পুরো চাটুকুই মুহূর্তে জল হ'য়ে গেলো।

একটু সময় সেই জলের দিকে তাকিয়ে বাদশার দিকে তাকালেন কাকা। তারপর বললেন, 'কি হলো?'

খুশিতে লাফিয়ে উঠলো বাদশা। বললো, 'রসায়নের রহস্য।'

কাকা অবাক হ'য়ে তাকালেন বাদশার দিকে।

বাদশা বললো, 'কি ক'রে এটা করলাম, নিশ্চয়ই তোমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে?'

'তাতো ইচ্ছে হচ্ছেই!' কাকা বললেন।

বাদশা যা করেছে, পুরোটা গুছিয়ে বললো। একটু থেমে কাপটা তুলে বললো, 'এর মধ্যে তুমি যেই হাইপো দিয়েছো, অমনি আয়োডিনের সঙ্গে তার বিক্রিয়া শুরু হয়েছে। সোডিয়াম টেট্রাথায়োনেট আর সোডিয়াম আয়োডাইড তৈরি হয়েছে তার ফলে। আয়োডিনের বাদামী রঙও চলে গেছে। তাই চা জল হ'য়ে গেছে সহজেই।'

'সাবাস্!!' কাকা ব'লে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে।

বাদশা বললো, 'ভেবেছো, তুমিই আমায় রসায়নের রহস্য দেখিয়ে অবাক করবে! তোমাকেও আমি অবাক ক'রে দিলাম।'

'কিন্তু কে শেখালো এটা?' কাকা এবার জিজ্ঞেস করলেন।

বাদশা বললো, 'স্যারের কাছে শিখেছি। জিনিসগুলো স্যারই আমায় জোগাড় ক'রে দিয়েছেন।'

'সত্যি, বুদ্ধি আছে তোমার।' কাকা বললেন হেসে।।

কাপের জলের দিকে চোখ রেখে দারুণ খুশিতে এবার একা একাই হাসতে থাকলো বাদশা!

॥ নয় ॥

সকালবেলা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলো বাদশা।

ক্লাসে আজ ইতিহাস থেকে কিছু প্রশ্ন লিখতে দেবেন স্যার। নম্বরও দেবেন। কাজেই ভালো ক'রে পড়তেই হবে। তাছাড়া গতবার বেশ কম নম্বর পেয়েছিলো বাদশা। এবারেও কম নম্বর পেলে বাবাকে দেখানোই মুশকিল হবে।

পড়তে পড়তেই হঠাৎ বাদশার মনে হলো, পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

কে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে ? মা ?

বই থেকে মুখ তুলে পেছনে তাকালো বাদশা। না, মা নয়, কাকা।

'সকাল থেকে দেখছি পড়েই যাচ্ছো।' কাকা বললেন হেসে।

বাদশা বললো, 'না পড়ে কি করবো। স্যার আজ ইতিহাস থেকে প্রশ্ন লিখতে দেবেন যে।'

কাকা বললেন, 'তাই বলো।'

বাদশা ফের বললো, 'গতবার কম নম্বর পেয়েছিলাম। এবার যদি বেশী নম্বর না পাই তাহলে স্যার বকবেন।'

কাকা কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, পড়ে যাও।'

ব'লে ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালেন কাকা।

বাদশা কাকার চলে যাওয়া দেখলো। তারপর ফিরে পড়তে শুরু করলো আবার।

কিছুক্ষণ পর মা এলেন।

পড়া থেকে মুখ তুলে বাদশা মার দিকে তাকিয়েই দেখলো, মা'র হাতে এক গ্লাস দুধ।

বাদশা দুধ পছন্দ করে না। মা শুধু জোর করেন দুধ খাবার জন্য। বলেন, 'দুধ না খেলে শক্তি বাড়ে না। পড়াশুনা করতে



হলে দুধ খেতেই হয়।' আজ নিশ্চয়ই এতোক্ষণ ধরে পড়াশুনা করছে ব'লে দুধ নিয়ে এসেছেন মা। মা'র হাতে দুধের গ্লাস দেখে মুহূর্তে ভেবে ফেললো বাদশা।

মা টেবিলের ওপর দুধের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'দুধটুকু খেয়ে নেবে বাদশা।'

'আচ্ছা,' ব'লে ফের বইয়ের দিকে চোখ রাখলো বাদশা।

মা বললেন, 'পড়তে পড়তে আবার ভুলে যেয়ো না।'

বলে পা বাড়িয়েই আবার ফিরলেন মা। গ্লাসটার দিকে তাকালেন। ঝুঁকে পড়ে দেখলেন গ্লাসটা। তারপর বললেন, 'দাঁড়াও, গ্লাসটা আমি পালটে দিচ্ছি। সেটাতেই দুধটুকু ঢেলে দেবো। এ গ্লাসটাতে দুধ খাবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটার দিকে তাকালো বাদশা। গ্লাসটার গায়ে নোংরা লেগে আছে। নোংরা লেগে থাকা গ্লাসে মা দুধ খেতে দেবেন না। এসব ব্যাপারে মা ভারি খুঁতখুঁতে।

মা চলে গেলেন। ফের বইয়ের দিকে মন দিলো বাদশা। গুন গুন ক'রে পড়তে থাকলো।

একটু সময়ের মধ্যেই মা ফিরে এলেন একটা গ্লাস নিয়ে। তারপর সেটা টেবিলের ওপর রেখে তার মধ্যে গ্লাসের দুধটুকু ঢেলে দিলেন।

বই থেকে চোখ তুলে গ্লাসটার দিকে তাকালো বাদশা।

সঙ্গে সঙ্গে অবাক। গ্লাসে ঢালতেই জল হ'য়ে গেছে পুরো দুধটুকু। মাও অবাক বাদশার মতোই। গ্লাসটার দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ কীরে, দুধটুকু জল হ'লো কি করে?'

বাদশার মনের ভেতর মুহূর্তে এবার কাকার মুখ ভেসে এলো।

নিশ্চয়ই এর মধ্যে কাকার হাত আছে। নাহ'লে হঠাৎ কি ক'রে দুধ জল হ'য়ে যাবে। রসায়নের রহস্য ছাড়া এ কখনও সম্ভব!

গ্লাস থেকে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে বাদশা বললো, 'তুমি কি গ্লাসটা কাকার কাছ থেকে নিয়ে এসেছো।'

'হঠাৎ কাকার কথাটা মনে হ'লো কেন তোর?' মা বললেন।

বাদশা বললো, 'বলোই না।'

কথাটা শেষ হবার আগেই হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকলেন কাকা।

বাদশা মুহূর্তে লাফিয়ে উঠলো। ব্যাপারটাতে কাকার হাত না থাকলে কাকা এই মুহূর্তে এ ঘরে আসেন?'

যেন কিছু জানেন না, এমনিভাবে কাকা বললেন, 'কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'তুমি যা চেয়েছো, সেটাই হয়েছে।' বাদশা সঙ্গে সঙ্গে বললো।

অবাক হয়ে কাকা বললেন, 'আমি যা চেয়েছি মানে?'

'মা'র হাত দিয়ে রসায়নের রহস্য। তুমি করলে ধরে ফেলতাম প্রথমেই, তাই মাকে দিয়ে দুধটুকুকে জল বানিয়েছো।' বাদশা বললো।

কাকা কিছু বলবার আগেই মা ফিরলেন কাকার দিকে। বললেন, 'বলেছিলাম না, সঙ্গে সঙ্গে ধ'রে ফেলবে বাদশা।'

কাকা হেসে ফেললেন। কিছু বললেন না।

মা ফের বললেন, 'এবার হলো তো।'

বাদশা বললো, 'কিন্তু যাই বলো, বুদ্ধিটা চমৎকার বের করেছিলো কাকা।'

কাকা বললেন, 'ঠিক।'

বাদশা এবার গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এখন বলো, দুধটাকে তুমি কি ক'রে জল বানালে।'

কাকা বললেন, 'খুব সহজ ব্যাপার। দুধটুকু দুধ নয়। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড আর সোডিয়াম কার্বোনেটের গাঢ় জলীয় দ্রবণের বিক্রিয়ায় সাদা রঙ সৃষ্টি হয়, দেখতে সেই রঙ দুধের মতো। এই সাদা রঙ হলো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। তার মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ফেললেই সেই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্রবীভূত হয়ে যায়। তখন সেই দুধ হয়ে যায় জলের মতো। এখানেও ঠিক তাই ঘটেছে।'

'হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিশ্চয়ই দ্বিতীয় গ্লাসটায় ছিলো। তাই দ্বিতীয় গ্লাসটাতে দুধ ঢালতেই দুধ হ'য়ে গেছে জলের মতো।' বাদশা বললো।

কাকা বললেন, 'ঠিক তাই।'

মা'র দিকে এবার তাকালো বাদশা। বললো, 'গ্লাস পালটাবার বুদ্ধিটা খুব চমৎকার বের করেছিলে কিন্তু।'

'আমি কি আর বের করেছি বুদ্ধিটা। সব তোমার ঐ কাকার বুদ্ধি।' মা বললেন।

কাকার দিকে ফিরলো বাদশা।

কাকা হেসে বললেন, 'আর কিছু না করো আমার বুদ্ধিটার প্রশংসা করো।'

বাদশা কিছু বললো না। খুশিতে শুধু হাসতে থাকলো।

॥ দশ ॥

খবরের কাগজে একটা বিরাট বাজারে আগুন লাগবার খবর ছাপা হয়েছে। একটা ছবিও ছাপা হয়েছে খবরটার সঙ্গে।

সময় মতো দমকল এসে পড়ায় আগুনে তেমন কিছু ক্ষতি হতে পারেনি। সকালবেলা খবরের কাগজটা আসতেই বাবা খবরটা পড়ে সবাইকে শুনিয়ে দিলেন। ছবিটাও দেখিয়ে দিলেন সেই সঙ্গে।

বাদশাও খবরটা শোনার জন্য বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো। ঝুঁকে পড়ে ছবিটাও দেখলো একবার।

কাকা খবরটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বলো তো বাদশা, অনেক আগে কি ক'রে আগুন জ্বালানো হতো?'

বাদশা বললো, 'পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি ক'রে।'

'ঠিক।' কাকা বললেন সঙ্গে সঙ্গে।

কাগজ থেকে মুখ তুলে বাবা বললেন, 'হঠাৎ এই খবরটার সঙ্গে আগুন জ্বালানো হতো কি ক'রে প্রশ্নটার সম্পর্ক কি বুঝতে পারছি না।'

বাদশারও মনে হলো, হঠাৎ এই প্রশ্নটার সত্যি কোনো মানে নেই। পাথরে পাথরে ঠুকে তো আর কেউ আগুন লাগায়নি। সেটা এখন সম্ভবও নয়। সেজন্যেই বাবার কথাটা শুনে বাদশা তাকালো কাকার মুখের দিকে।

কাকা হাসলেন। বললেন, 'সত্যিই আগুন লাগবার সঙ্গে আগুন কি ক'রে জ্বালানো হতো প্রশ্নটার কোনো যোগ নেই। কিন্তু আগুন কিভাবে জ্বলতে পারে সেটা আমরা ভেবে ফেলতে পারি।'

'এই আগুন নিয়ে তুমি এখন মাথা ঘামাবে মনে হচ্ছে।' বাবা বললেন।

কাকা বললেন, 'মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? তবে একটা

জিনিস বাদশাকে বুঝিয়ে দিতে পারি, শুধু পাথরে পাথরে ঠুকেই নয়, জল দিয়েও আগুন ধরাতে পারি।'

'জল দিয়ে আগুন নেভায়, জ্বালায় কখনও?' বাদশা বললো সঙ্গে সঙ্গে।

বাবা কি ভেবে যেন চুপ করে রইলেন।

কাকা বললেন, 'তাও গরম জল দিয়ে।'

'আমি তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না কাকা।' বাদশা বললো।

কাকা হাসলেন। বললেন, 'কথাটা খুব সহজ। গরম জল ঢালবো, আগুন জ্বলবে।'

বাদশা চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকলো কাকার দিকে।

কাকা ফের বললেন, 'সেই গরম জল অন্য কিছুতে নয়, আগুন ধরাবে তুলোয়।'

মুহূর্তে বাদশা বুঝে ফেললো, কাকার মাথায় রসায়নের রহস্য খেলা করছে। নাহ'লে কখনও তুলোয় আগুন ধরাতে পারেন। প্রথমেই তো একথাটা বুঝে ফেলা উচিত ছিলো তার। কাকা যে রসায়ন ছাড়া এখন আর কিছু ভাবছেন না, সেটা তো জানাই।

বাবা বোধহয় আগেই সেটা বুঝে ফেলেছেন। তাই কোনো কথা বলেননি আর।

নাহ., রহস্যটা না জেনে এখন আর ছাড়া যাচ্ছে না।

কথাটা ভেবেই ইচ্ছে ক'রে বাদশা বললো, 'গরম জল তুলোয় ঢেলে কখনও কখনও আগুন ধরানো যায়।'

কাকা বললেন, 'নিশ্চয়ই যায়।'

বাবা কাগজের দিকে চোখ রেখেই সব শুনছেন। বাবার দিকে তাকিয়ে স্পষ্টই বুঝতে পারলো বাদশা। মনে হচ্ছে, বাবাও বুঝতে পেরেছেন, কাকা রসায়নের একটা মজার কথা ভেবেছেন।

কাকা বললেন, 'আমি তোমায় এক্ষুণি তুলোয় আগুন ধরিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি।'

'সত্যি!' বাদশা উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো।

কাকা বললেন, 'সত্যিই।'

'আমি তাহ'লে এক্ষুণি গরম জল আর তুলো নিয়ে আসছি।' বাদশা ব্যস্ত গলায় বললো।

কাকা বললেন, 'তুলো আমার কাছেই আছে। তুমি গরম জল নিয়ে এসো।'

আর দাঁড়ায় বাদশা। একছুটে চলে এলো রান্নাঘরে।

মা রান্নার কাজে ব্যস্ত। অসম্ভব সাবধানে মাকে জলের কথাটা বলতেই মা বললেন, 'এখন গরম জল দিয়ে কি হবে?'

'কাকা চেয়েছে—'ইচ্ছে ক'রেই বাদশা কাকার ওপর চাপিয়ে দিলো ব্যাপারটা।

মা বললেন, 'কাকা এখন গরম জল দিয়ে কি করবে।'

'গরম জল ঢেলে তুলোয় আগুন ধরাবেন কাকা।' খুব সাবধানে কথাটা মাকে ব'লে ফেললো বাদশা।

মা একবার তাকালেন বাদশার দিকে। তারপর বললেন, 'বুঝতে পারছি তুমিও আছো এর মধ্যে। যতো সব উদ্ভট কাণ্ড করবে তোমরা আর তা সামলাতে হ'বে সবাইকে।'

কথাটা মা বললেন ঠিকই, কিন্তু উনুনের ওপর চাপিয়েও দিলেন জল।

না, রান্নাঘর থেকে নড়লো না বাদশা। গরম জল নিয়েই বাদশা যাবে।

দেখতে দেখতে জল গরম হ'য়ে উঠলো।

মা গরম জলের কেটলীটা বাদশার হাতে দিয়ে বললেন, 'সাবধানে নিয়ে যাও কেটলীটা।'

'আচ্ছা।' ব'লে সাবধানে সেই জল নিয়ে বাইরে এসেই বাদশা

দেখলো, কাকা একটা চীনে মাটির প্লেটের ওপর খানিকটা তুলো রেখে অপেক্ষা করছেন বাদশার জন্য।

বাদশার হাতে কেটলীটা দেখেই কাকা বললেন, 'ব্যস, এবার দেখবে, গরম জল ঢাললেই তুলোটা কেমন জ্বলে ওঠে।'

দারুণ উৎসাহে কাকার হাতে এনে কেটলীটা দিলো বাদশা।

বাবা মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে তাকালেন প্লেটের তুলোর দিকে। না, বাবার মুখে কোনো কথাই নেই।

কাকা কেটলীটা তুলে ধ'রে বাদশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভালো ক'রে তাকিয়ে থাকবে তুলোটার দিকে।'

বাদশা বললো, 'আচ্ছা।'

ব'লে, বাদশা তুলোটার দিকে তাকিয়ে রইলো।



কাকা কেটলীর নল দিয়ে একটুখানি গরম জল ঢাললেন তুলোর ওপর।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুলোটাতে আগুন জ্বলে উঠলো।

বাদশা অবাক হ'য়ে দেখতে থাকলো সেই আগুন।

কাকা খুশি-খুশি গলায় বললেন, 'কি ঠিক বলেছিলাম কিনা বাদশা ?'

বাদশা কি উত্তর দেবে। সত্যিই তো গরম জল ঢালবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে আগুন। তার মানে রসায়নের রহস্যই এটা। নিশ্চয়ই তুলোর সঙ্গে কিছু মেশানো ছিলো। কি মেশানো ছিলো তুলোর সঙ্গে ?

কথাটা ভেবেই বাদশা বললো, 'আমি কিন্তু ঠিক বুঝে ফেলেছি, এটা রসায়নের রহস্য।'

'না বোঝার কি আছে ?' বাবা বললেন সঙ্গে সঙ্গে।

কাকা হেসে বললেন, 'বুঝেই যখন ফেলেছো, তখন বলেই ফেলি। এই তুলোর ভেতর আমি খানিকটা সোডিয়াম পারক্সাইড মুড়ে রেখে-ছিলাম। সোডিয়াম পারক্সাইডের সঙ্গে গরম জল মিশলেই রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় অক্সিজেন। তাপও সৃষ্টি হয়। অক্সিজেনের সঙ্গে যখন সেই তাপের সংস্পর্শ ঘটে, তখনই জ্বলে ওঠে আগুন। এখন তুলোর ভেতরের সোডিয়াম পারক্সাইডের সঙ্গে গরম জলের বিক্রিয়ার ফলে তুলোয় আগুন জ্বলে উঠেছে।

বাবা বাদশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলো, এখন কতো সহজ হ'য়ে গেলো ব্যাপারটা।'

বাদশা বললো, 'সত্যি।'

কাকা দু'জনের মুখই দেখলেন। তারপর বললেন, 'এবার বুঝতে পারছো, অনেক আগে কি ক'রে আগুন জ্বালানো হতো কেন জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

খুব বুঝতে পারছি।'

ব'লে খুশি-খুশি মুখে তুলোর আগুনের দিকেই তাকিয়ে রইলো বাদশা।

॥ এগার ॥

শীত শেষ হলেই মস্ত বড়ো একটা স্টীলের ট্রাঙ্কে লেপ তুলে রাখা হয়।

সেই ট্রাঙ্কে যাতে পোকামাকড় বাসা বাঁধতে না পারে তার জন্য প্রত্যেক বছরই তাতে ন্যাপথলিনের বল দেওয়া হয়।

এবারও বাবা চার প্যাকেট ন্যাপথলিন বল নিয়ে এলেন।

বাবা একটু বেশী করেই আনেন। মা তা থেকে কিছু রাখেন আলমারীতে।

এবার ন্যাপথলিন বল আসতেই একটা প্যাকেট খুলে গোটা কয়েক ন্যাপথলিন বল তুলে নিলেন কাকা।

বাবা বললেন, 'হঠাৎ ন্যাপথলিন নিচ্ছো কেন?'

'ভাবছি ন্যাপথলিন দিয়ে কিছু একটা করা যায় কিনা।' কাকা বললেন।

বাদশা পাশেই দাঁড়িয়েছিলো। বললো, 'ন্যাপথলিন দিয়ে মার্বেল খেলা যেতে পারে কাকা।'

বাদশার মাথার চুলগুলো নাড়িয়ে দিয়ে কাকা বললেন, 'ঠিক বলেছিস।'

ব'লেই ন্যাপথলিন বলগুলো নিয়ে চলে গেলো কাকা।

কাকার চলে যাওয়া দেখলেন বাবা। তারপর বাদশার দিকে ফিরে বললেন, 'ন্যাপথলিন বলগুলো দিয়ে নিশ্চয়ই কিছু একটা খেলা তৈরি করবে ও। নাহ'লে হঠাৎ ওগুলো নেবে কেন?'

'ঠিক বলেছো বাবা। নিশ্চয়ই কাকার মাথায় কিছু একটা ঘুরছে।' বাদশা সায় দিলো বাবার কথায়।

বাবা বললেন, 'যাই ঘুরুক মাথায়, আমরা ঠিক দেখতে পাবো।'

বাদশা বললো, 'ঠিক।'

ব'লেই পায়ে পায়ে চলে এলো কাকার ঘরের দরজায়। সাবধানে তাকালো ভেতরে।

কাকা টেবিলের সামনে ব'সে একমনে একটা বই পড়ছেন।

নিশ্চয়ই কাকার মাথায় কিছু একটা এসেছে। বই প'ড়ে সেটা মিলিয়ে নিচ্ছেন কাকা।

বাদশা কোনো কথা না ব'লে চুপচাপ দরজা থেকে সরে এলো।

রাত্রে খেতে দেবার আগে কাকা একটা বড় কাঁচের গ্লাস এনে রাখলেন খাবার টেবিলের ওপর। গ্লাস ভর্তি জল।

'তুমি নিজেই হঠাৎ জল নিয়ে এলে যে।' বাদশা জিজ্ঞেস করলো কাকাকে।

কাকা হাসলেন। বললেন, 'ইচ্ছে হলো হঠাৎ, নিয়ে এলাম।'

ব'লেই হঠাৎ ডান হাতের মুঠোটা তুলে ধ'রে খুললেন কাকা। মুঠোর মধ্যে সেই ন্যাপথলিন বলগুলো।

'খাবার সময় ন্যাপথলিন বলগুলো নিয়ে এলে কেন?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

কাকা বললেন, 'হাতেই ছিলো, নিয়ে এসেছি।'

ব'লেই হঠাৎ কি মনে হলো, বাদশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা বলতো, ন্যাপথলিন বলগুলো জলে ডুববে না ভাসবে?'

সঙ্গে সঙ্গে বাদশা বললো, 'বলগুলো কখনো ভাসতে পারে? ডুবে যাবে।'

'ডুববে? দেখি, সত্যি সত্যি ডোবে কিনা?' ব'লেই হাতের মুঠো থেকে ন্যাপথলিন বলগুলো গ্লাসের মধ্যে ফেললেন কাকা।

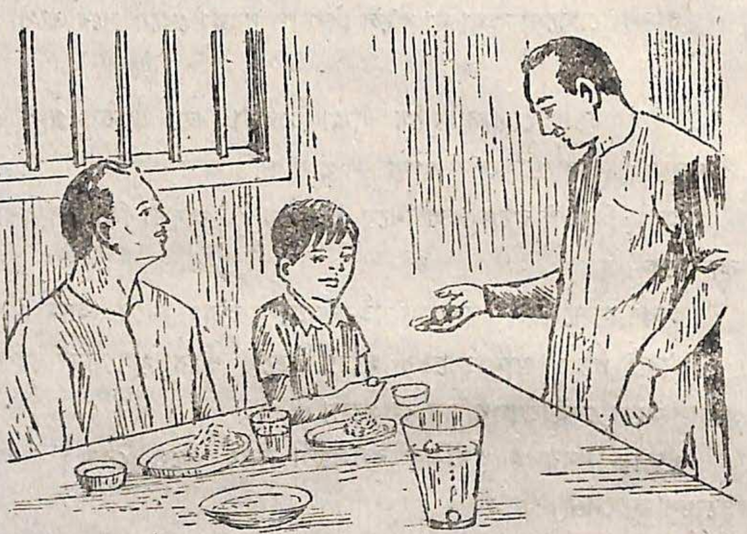
সঙ্গে সঙ্গে বলগুলো ডুবে গেলো গ্লাসের মধ্যে।

বাদশা সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'দেখলে তো, ডুবে গেলো ন্যাপথলিন বলগুলো।'

কাকা বললেন, 'দেখলাম।'

বাবা ঝুঁকে প'ড়ে ভালো ক'রে দেখলেন বলগুলো। কিছু বললেন না।

ন্যাপথলিন বলগুলোর গায়ে আস্তে আস্তে বুদ্বুদ জমে উঠলো। আর বুদ্বুদ জমে উঠতেই একটা একটা ক'রে ন্যাপথলিন বলগুলো ভেসে উঠতে থাকলো। ভেসে উঠতেই ন্যাপথলিন বলগুলোর গায়ের



বুদ্বুদগুলো মিলিয়ে গিয়ে একটা একটা ক'রে ন্যাপথলিন বল ডুবে যেতে থাকলো আবার। এমনিভাবে বারবার ঘটতে থাকলো ঘটনাটা। অর্থাৎ একটা একটা ক'রে ভেসে উঠছে আর একটা ক'রে ডুবে যাচ্ছে ন্যাপথলিন বলগুলো।

বাদশার মুখে আর কথা নেই। অবাক হ'য়ে দেখতেই থাকলো ন্যাপথলিন বলের ওঠা-নামা।

কাকা তাকালেন বাদশার মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'নিশ্চয়ই এবার প্রশ্ন করবে, কেন এমনি একটা কাণ্ড ঘটছে।'

বাদশা সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'তাতো করবোই।'

হাসলেন কাকা। বললেন, 'গ্লাসের জলের মধ্যে আছে সোডিয়াম কার্বোনেট আর এ্যাসিড। এ তু'টোর বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। বুদ্বুদের মতো সেগুলো জলের ওপরে উঠে আসে। ন্যাপথলিন বলগুলো যখন জলের নিচে তলিয়ে যায়, তখন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ন্যাপথলিন বলগুলোর চারপাশে বুদ্বুদ জমে ন্যাপথলিন বলগুলিকে নিয়েই ওপরে উঠে আসে। যেমনি ওপরে উঠে আসে, অমনি গ্যাসের বুদ্বুদগুলো হাওয়ার স্পর্শে ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বলটি নেমে যায় জলের নিচে। ন্যাপথলিন বলগুলো এই যে ওঠা-নামা করছে, এটাই হলো এর মূল কারণ।

বাবা বললেন, 'তাহ'লে বলো, বলটা নিজে ভেসে ওঠে না, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বুদ্বুদগুলোই ঠেলে তোলে তাদের।'

'নিশ্চয়ই!' কাকা বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো বাদশা। বললো, 'তার মানে আমি ঠিকই বলেছিলাম, ন্যাপথলিন বলগুলো ডুববে। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ভাসাচ্ছে ব'লেই ভাসছে বলগুলো।'

বাবা বললেন, 'ঠিক তাই।'

কাকা কিছু না ব'লে হাত বাড়িয়ে বাদশার চুলগুলো নাড়িয়ে দিলেন।

খুশি-খুশি মনে বাদশা ন্যাপথলিন বলগুলোর ওঠা-নামা দেখতে থাকলো।

॥ বার ॥

রাতের টিভিতে কাকার সঙ্গে ব'সে খবর দেখছিলো বাদশা।

কোথায় যেন যুদ্ধ চলছে। তার ছবি হঠাৎ ভেসে উঠলো টিভির পর্দায়। বাদশা দেখলো, কামান থেকে ছিট্‌কে যাচ্ছে গোলা। যেখানে গিয়ে পড়ছে গোলাটা, সেখানে মুহূর্তে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

সত্যিই দারুণ রকম ব্যাপার।

ছবি দেখানো শেষ হ'তেই বাদশার দিকে তাকিয়ে কাকা বললেন, 'দেখলে, কিভাবে কামানের গোলা বেরোয়।'

মাথা তুলিয়ে বাদশা বললো, 'দেখেছি।'

'যেখানে এসব গোলা পড়বে, সে জায়গাগুলো পুকুরের মতো হ'য়ে যাবে। কিচ্ছু থাকবে না সেখানে।' কাকা বললেন।

বাদশা বললো, 'গোলাগুলো যখন ছিট্‌কে বেরোয়, তখন শব্দও দারুণ হয়, না কাকা?'

'কানে প্রায় তালা লেগে যায় তখন।' কাকা বললেন।

বাদশা একটু সময় ভাবলো। তারপর বললো, 'এসব কেন যে বানায় মানুষ কে জানে!'

কাকা বললেন, 'আমিও ভাবি' কেন মানুষ এসব বানায়। যুদ্ধ মানেই ধ্বংস। এতো যত্ন ক'রে মানুষ সব গ'ড়ে তোলে—এক যুদ্ধে সব ধ্বংস হ'য়ে যায়।'

বাদশা কথাটা শুনে বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। খবর চলছেই। কিন্তু সেদিকে তার চোখ-কান নেই বাদশার। বাদশার চোখে সেই ধ্বংসের ছবিই ভেসে বেড়াচ্ছে।

খবর শেষ হ'তেই মা ডাকলেন খাবার জন্য।

বাদশা সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো খেতে যাবার জন্য। কিন্তু মাথার মধ্যে রয়ে গেলো সেই কামানের ছবি।

সকাল বেলা খুব মনোযোগ দিয়ে অংক করছিলো বাদশা।

হঠাৎ কাকার ডাক ভেসে এলো : 'বাদশা—'

নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে। না হ'লে হঠাৎ এ সময় এমনি ভাবে ডাকতেন না কাকা। কাজেই লাফিয়ে উঠে পড়লো বাদশা। কলমটা বন্ধ ক'রে প্রায় ছুটেই চলে গেল কাকার ঘরে।

কাকা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিলো।

বাদশাকে দেখেই কাকা বললেন, 'কাল কি দেখেছিলাম টিভিতে?'

'কামান।' বাদশা বললো সঙ্গে সঙ্গে।

কাকা বললেন, 'আমিও একটা কামান তৈরি করেছি। এক্ষুণি সেই কামান দাগা হবে।'

অবাক হ'লো বাদশা। বললো, 'কোথায় কামান?'

'ঐ যে কামানটা।' ব'লে কাকা টেবিলের ওপর আঙ্গুল বাড়িয়ে একটা বোতল দেখালেন। বোতলটা কাত হ'য়ে প'ড়ে আছে টেবিলের ওপর।

'ওটা তো একটা বোতল।' বাদশা বললো।

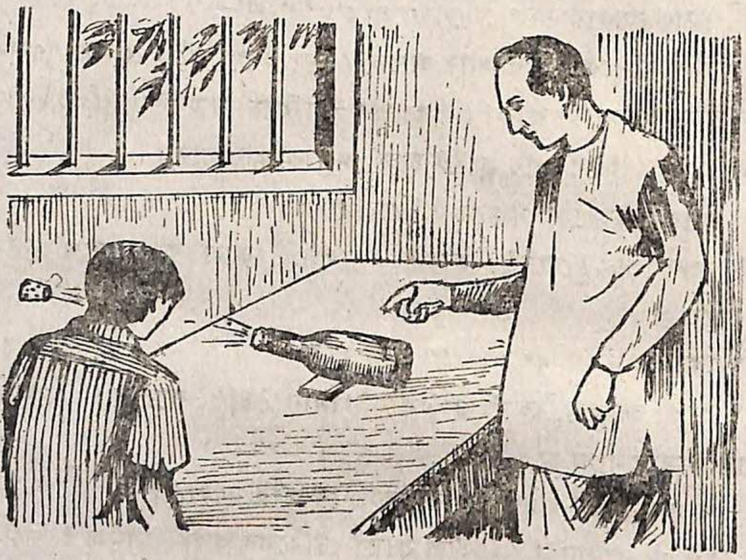
কাকা বললেন, 'ওটাই দেখবে কামানের মতো কাজ করবে। কিন্তু কামানের মতো কোনো ক্ষতি করবে না।'

কাকার কথাটা শেষ হলো না, বেশ জোর একটা শব্দ ক'রে বোতলের মুখ থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলো কর্কটা।

সেই শব্দে আর হঠাৎ কর্কটার ছিট্‌কে পড়ায় চমকে উঠলো বাদশা। সত্যি, কামানের গোলার মতো মনে হয়েছে কর্কটাকে। শব্দও হয়েছে বেশ।

কিন্তু হঠাৎ অমনিভাবে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলো কেন কর্কটা? প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবার আগেই কাকা বললেন, 'কি, কামানটা কেমন হয়েছে?'

'দারুণ। কিন্তু কর্কটা অমনিভাবে কেন ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলো বলতো?' বাদশা এবার প্রশ্নটা করলো কাকাকে।



কাকা বললেন, 'এ তোমার রসায়নের রহস্য।'

'তা তো বুঝতে পেরেছি। 'কিন্তু রহস্যটা ঘটলো কি ক'রে?' বাদশা অধৈর্যভাবে জিজ্ঞেস করলো।

এক মুহূর্ত ভাবলেন কাকা। তারপর বললেন, 'ব্যাপারটা ঘটেছে কার্বনিক গ্যাসের জন্য।'

বাদশা বললো, 'একটু স্পষ্ট ক'রে বলো।'

কাকা বললেন, 'সোডা আর পটাশের জলীয় দ্রবণ তৈরি করেছি প্রথমে। সেই দ্রবণ ভরেছি এই বোতলটার মধ্যে। কর্কের সঙ্গে একটা তার ঝুলিয়ে তার সঙ্গে এক টুকরো কাগজে মুড়ে টারটারিক অ্যাসিডের কয়েকটি ছোট্ট খণ্ড বেঁধে দিয়েছি সেই তারের শেষ

মাথায়। সেই টারটারিক এ্যাসিডের ছোট্ট খণ্ড সোডা আর পটাশের দ্রবণের সঙ্গে মিশেছে। মিশে গিয়েই তৈরি করেছে কার্বনিক গ্যাস। সেই গ্যাস বোতলের বাইরে বেরোবার জন্য চাপ দিয়েছে, তক্ষুণি কর্কটার ওপর পড়েছে চাপ। গ্যাস বাড়তে থাকবার জন্য কর্কটা বেরিয়ে এসেছে বোতলের মুখ থেকে। আচমকা গ্যাস বেরিয়ে আসবার সময় শব্দ হয়েছে অমনি। কি, বোঝা গেছে ব্যাপারটা?'

'বোঝা গেছে।' বাদশা বললো।

কাকা বললো, 'টিভিতে কাল কামান দাগা দেখেই সত্যিকারের এই রহস্যটা তোমায় দেখাবার জন্য সকাল থেকে এটা তৈরি করেছি।'

বাদশা আর কি বলবে! এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলো কর্কটা।

কাকা হাসছেন।

বাদশা মনে মনে শুধু ভাবলো, কাকা বইটই পড়ে সত্যি সত্যি মজার মজার খেলা শিখে ফেলেছেন।

॥ তের ॥

কাকা একটা গ্যাস বেলুন নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন।

বাদশা গল্পের বই পড়ছিলো। কাকার হাতে গ্যাস বেলুনটা দেখেই খুশি হয়ে উঠলো বাদশা। বইটা রেখে উঠে এলো কাকার কাছে।

গ্যাস বেলুনটা দিয়ে দিলেন বাদশার হাতে।

সুতোটা লম্বা ছিলো। সুতো ছেড়ে বেলুনটাকে ছাদ পর্যন্ত তুলে দিলো বাদশা।

'তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন গ্যাস বেলুনের জন্য তুমি খুব বায়না করতে।' কাকা বেলুনটার দিকে তাকিয়ে বললেন।

বাদশা বললো, 'আজ কিন্তু বায়না করিনি।'

'তা করোনি। কিন্তু বেলুনওয়ালাকে দেখেই তোমার ছোট বেলাকার কথাটা মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেলেছি বেলুনটা।' কাকা বললেন।

বাদশা বললো, 'ভালোই হয়েছে। অনেকদিন পর গ্যাস বেলুন দেখলাম।'

কাকা হাসলেন। তারপর বেলুনটার দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মা এলেন। বেলুনটার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, 'বেলুনটা কে নিয়ে এলো?'

'কাকা।' বাদশা বললো।

মা অবাক হ'য়ে বললেন, 'হঠাৎ বেলুন নিয়ে এলো কেন?

'বেলুন-ওয়ালাকে দেখে নাকি আমার ছোটবেলার কথা মনে হয়েছে কাকার।' বাদশা বললো।

মা হাসলেন। বললেন, 'সত্যি, অদ্ভুত সব কথা মনে হয় তোর কাকার।'

ব'লে বেলুনটা দেখলেন একটু সময়।

কাকা হঠাৎ ডাকলেন ভেতর থেকে।

বাদশা বেলুনটা নিয়ে চলে এলো কাকার ঘরে।

কাকা বাদশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছাখ তো রান্নাঘরে লেবু আছে কিনা?'

'হঠাৎ লেবু দিয়ে কি হ'বে?' অবাক হ'য়ে বললো বাদশা।

কাকা বললেন, 'লেবু নিয়ে এসো আগে, তারপর দেখবে লেবু দিয়ে কি করি?'

বাদশা বুঝতে পারলো কাকার মাথায় কিছু একটা এসেছে, যার জন্য একটা লেবু দরকার। বুঝতে পেরেই বললো, 'এক্ষুণি দেখে আসছি—'

ব'লেই বেলুনের সুতোটা চেয়ারের গায়ে বেঁধে পা বাড়ালো রান্না-ঘরের দিকে।

রান্নাঘরে বাদশাকে ঢুকতে দেখেই মা বললেন, 'কিরে, রান্নাঘরে কি দরকার?'

'একটা লেবু। কাকা চাইছে।' বাদশা বললো।

মা আর কিছু বললেন না। বাদশা রান্নাঘরে ঢুকে আনাজের ঝুড়ি থেকে একটা লেবু তুলে নিলো। তারপর প্রায় ছুটেই চলে এলো কাকার ঘরে।

কাকার হাতে লেবুটা দিতেই কাকা বললেন, 'ব্যস্, এবার একটা মজার জিনিস দেখাবো।'

বাদশা দারুণ কৌতূহলে বললো, 'মজার জিনিস মানে?

'দেখতেই পাবে।' ব'লে কাকা টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিলেন। তারপর মাঝখান দিয়ে কেটে ফেললেন লেবুটাকে।

টেবিলের ওপর ছোট্ট একটা কাচের বাটি ছিলো। সেই বাটির

মধ্যে লেবুর টুকরো দুটো থেকে রস বের করে রাখলেন কাকা। তারপর খুব সাবধানে একটা ড্রপার দিয়ে সরু মুখওয়ালা একটা শিশির মধ্যে ভরলেন।

নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে বাদশা দেখতে থাকলো কাকার কাজ।

শিশিটাতে লেবুর রস ভ'রে ফেলেই কাকা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলেন একটা বেলুন। না, বেলুনটা ফোলানো নয়।

বেলুন আর লেবুর রসের মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছে না বাদশা।

অবাক হ'য়ে শুধু দেখতেই থাকলো কাকার কাজ।

কাকা লেবুর রসের শিশি আর বেলুনটা তুলে নিয়ে বললেন, 'এই যে বেলুনটা, এটা আমি এখন এই লেবুর রস দিয়ে ফোলাবো।'

লেবুর রস দিয়ে বেলুন ফোলাবেন কাকা। দারুণ রকম অবাক হ'য়ে গেলো বাদশা। এরকম একটা ব্যাপার কেউ বুঝি ভাবতেই পারবে না।

'কি, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?' কাকা বললেন।

বাদশা বললো, 'বিশ্বাস হচ্ছে। কিন্তু কি ক'রে ফোলাবে সেটাই ভাবছি।'

কাকা বললেন, 'ভাবতে হবে না। ফুলিয়েই দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ব'লে বেলুনটার মুখে শিশির সরু মুখটা ঢুকিয়ে দিলেন। পুরো লেবুর রসটুকু ঢেলে দিলেন বেলুনটার মধ্যে। তারপর মুখটা বেঁধে দিলেন সুতো দিয়ে। ভালো ক'রে নাড়িয়ে বেলুনটাকে তুলে ধরলেন বাদশার চোখের সামনে।

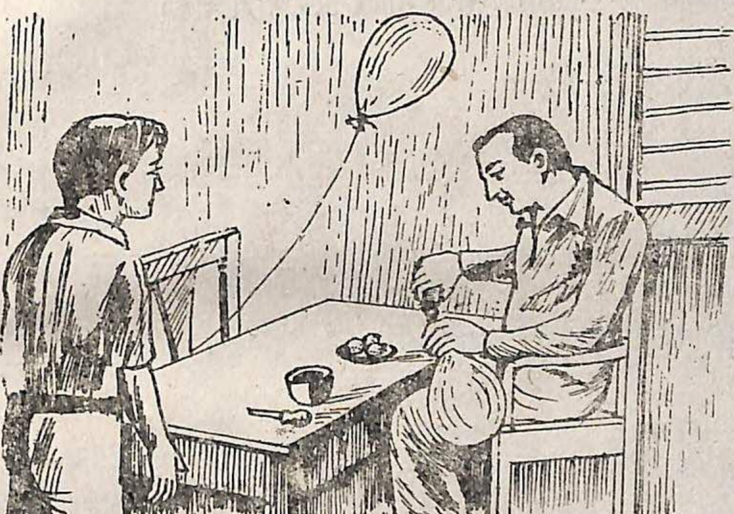
দেখতে দেখতে বেলুনটা একটু একটু ক'রে ফুলে উঠতে থাকলো। ফুলে উঠতে উঠতে অনেকটা বড়ো হ'য়ে উঠতে থাকলো বেলুনটা।

কাকার মুখে খুশির হাসি। বললেন, 'কি বলেছিলাম না, লেবুর রস দিয়ে বেলুন ফোলাবো।'

বাদশা কি বলবে ভেবে পেলো না।

কাকা ফের বললেন, 'কি হ'লো, কথা নেই কেন মুখে?'

ফুলতে থাকা বেলুনটার দিকে তাকিয়ে বাদশা বললো, বুঝতে পারছি, এটা রসায়নের রহস্য। কিন্তু শুধু লেবুর রস দিয়ে রসায়নের রহস্য হ'লো কি ক'রে?'



কাকা বেলুনটা তুলে ধরলেন বাদশার সামনে। তারপর বললেন, 'এই বেলুনটার মধ্যে আগে থেকেই আমি সোডিয়াম কার্বোনেট খানিকটা ভরে রেখেছিলাম। লেবুর রসে আছে সাইট্রিক অ্যাসিড। সেই সাইট্রিক অ্যাসিড আর সোডিয়াম কার্বোনেটের বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। এই গ্যাসে ফুলে উঠেছে বেলুন। কি, এবার বুঝেছো ব্যাপারটা?'

'কিন্তু হঠাৎ তোমার বেলুন ফোলাবার রহস্যটা মাথায় এলো কি ক'রে?' বাদশা জিজ্ঞেস করলো এবার।

কাকা বললো, 'ঐ গ্যাস বেলুনটা দেখে।'

আর কি বলবে বাদশা। চুপ ক'রে বেলুনটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললো, বন্ধুদের একবার এমনিভাবে বেলুন ফুলিয়ে দেখাতে হবে।

ভেবেই মনে মনে খুশি হ'য়ে উঠলো বাদশা। তারপর পা বাড়ালো মাকে ডাকবার জন্য।

এমন একটা ব্যাপার মাকে না দেখিয়ে পারা যায়!

॥ চোদ্দ ॥

সুজয়রা ঠিক সময় মতোই এলো।

বাদশা অপেক্ষা করছিলো সুজয়দের জন্য। বাইরের দরজা খুলে খুশি-খুশি মুখে বললো, 'ভেতরে আয়।'

গতকাল স্কুলেই সুজয়রা বলেছিলো, আজ আসবে। রসায়নের ম্যাজিক দেখবে কাকার কাছে।

স্কুল থেকে ফিরে এসে কাকাকে কথাটা বলেছিলো বাদশা। কাকা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, ওদের আসতে বলিস।'

আজ স্কুলে গিয়েই কাকার কথাটা সুজয়দের বলেছিলো বাদশা।

স্কুল ছুটির পর তাই সুজয়রা কেউ আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি। বাদশাদের বাড়িতে আসবে ব'লে ছুটতে ছুটতে চলে গিয়েছিলো।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে বাদশা ওদের নিয়ে ভেতরের ঘরে এলো।

'তোর কাকা আবার কোথাও চলে যায়নি তো?' ভেতরের ঘরে ঢুকেই বললো সুজয়।

'আজ তোর কাকার কাছে কিন্তু দারুণ রকম একটা কিছু দেখবো।' অলক বললো।

বাদশা বললো, 'তোরা বললেই কাকা দারুণ কিছু একটা দেখাবে।'

'না দেখালে ছাড়বো ভেবেছিস্।' অলক বললো।

রাজু বললে, 'ঠিক, না দেখালে ছাড়ছি না।'

বাদশা হাসলো। তারপর বললো, 'চল, কাকার ঘরে যাই।'

সুজয় বললো, 'চল—'

সব ক'জন পায়ে পায়ে এলো কাকার ঘরে।

কাকা টেবিলের সামনে বসে টেবিলের ওপর রাখা জিনিসগুলো দেখছিলেন। সুজয়রা ঘরে ঢুকতেই কাকা ফিরলেন।

'আমরা কিন্তু এসে গেছি।' অলক বললো।

কাকা বললেন, 'বোসো।'

এখানে সেখানে বসে পড়লো সবাই।

বসে, টেবিলের দিকে তাকিয়ে সুজয় বললো, 'আমরা কিন্তু দারুণ রকমের কিছু একটা দেখবো আজকে।'

কাকা কিছু না ব'লে শুধু হাসলেন।

বাদশা কাকার দিকে তাকিয়ে বললো, 'হাসলে হবে না কাকা, ওরা কিন্তু তোমায় ছাড়বে না।'

'না ছাড়লে আর কি করবো।' কাকা বললেন হাসতে হাসতেই।

তারপর টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলেন একটা ধপধপে সাদা পাথর।

বাদশা পাথরটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'পাথরটা তো চমৎকার! কোথায় পেলে?'

'পেয়েছি এক জায়গায়। কিন্তু পাথরটা খুব জীবন্ত।' কাকা বললেন।

'জীবন্ত মানে?' সুজয় প্রশ্ন করলো।

কাকা বললেন, 'জীবন্ত মানে জীবন্ত।'

রাজু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। তার আগেই কাকা বললেন, 'সামান্য আঘাতও এই পাথরটা সহ্য করতে পারে না।'

মনে মনে কাকার ওপর বাদশার খুব রাগ হলো। এ ব্যাপারটা কাকার কিন্তু বাদশাকে আগেই বলা উচিত ছিলো। নতুন যা কিছু নিয়ে আসে কাকা, সবই সবার আগে বাদশাকে দেখায়। এটাও নিশ্চয়ই দেখানো উচিত ছিলো।

পরে ঠিক কাকাকে বলবে কথাটা। ওদের সামনে তো আর একথাটা বলা যাবে না।

কাকা বুঝি বাদশার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বুঝে ফেললেন। বললেন, 'আসলে এটা আমিও জানতাম না। হঠাৎ জেনে ফেলেছি।'

'কি ক'রে জেনে ফেলেছেন ?' অলক প্রশ্ন করলো।

কাকা বললেন, 'এটা নাড়াতে নাড়াতে হঠাৎ টের পেয়েছি খানিক আগে।'

ব'লে টেবিলের ওপর রাখা একটা চীনে মাটির গ্লাস থেকে একটা পাখির পালক তুলে নিলেন। সেটা তুলে ধরে বললেন, 'এই পালকটা



পাথরটার গায়ে ছোঁয়াতেই পাথরটা কেঁপে উঠেছিলো অদ্ভুতভাবে। তখুনি বুঝতে পেরেছি পাথরটা সামান্য আঘাতও সহ্য করতে পারে না।

'পাথরটা অন্য কোনো কারণেও তো কেঁপে উঠতে পারে।' সুজয় বললো।

কাকা বললেন, 'অন্য কি কারণ আর ঘটবে!'

রাজু এক মুহূর্ত পাথরটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।'

বাদশা এতোক্ষণ চুপ ক'রে ছিলো। এবার বললো, 'ঠিক আছে. দেখিয়ে দাও না, পালকটা ছোঁয়ালে কিভাবে কেঁপে ওঠে পাথরটা।'

'দেখাতে বলছো?' কাকা প্রশ্ন করলেন সবাইকে একবার দেখে নিয়ে।

সুজয় বললো, 'হ্যাঁ, দেখিয়েই দিন।'

কাকা আস্তে ক'রে পাথরটা রাখলেন টেবিলের ওপর। পালকটার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'এই যে দ্যাখো, ছোঁয়াচ্ছি পাথরটা।'

ব'লেই পালকটা ঘষলেন পাথরের গায়ে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুতকাণ্ড ঘটলো। সাদা পাথরটার গায়ে ফুটে উঠলো রক্ত।

সাদা পাথরটার ওপর সেই রক্ত দেখে যেমন চমকে উঠলো বাদশারা তেমনি চমকে উঠলেন কাকা।

পাথরের গায়ে পালকটা ছোঁয়াতেই যখন রক্ত ফুটে উঠলো, তখন পাথরটা জীবন্ত না ভেবেই পারা যায় না।

'পাথর থেকে রক্ত! সাজ্ঘাতিক ঘটনা তো!' সুজয় বললো কোনোরকমে।

কাকা বললেন 'সত্যিই সাজ্ঘাতিক ঘটনা। আমি ভেবেছিলাম পাথরটা নড়বে—'

রাজু পাথরের ওপরের রক্তের সামনে গিয়ে দেখতে চেষ্টা করতেই কাকা তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না সামনে যেয়ো না। কি থেকে কি হয়ে যাবে শেষে—'

কথাটা শুনেই বাদশা চমকে উঠলো।

তাহ'লে কি এটাই আজকের রসায়নের রহস্য!

তাই হ'বে নিশ্চয়ই। নাহ'লে পাথরে পালক বোলালে কখনও রক্ত বেরেতো পারে?

কথাটা ভেবেই বাদশা মুহূর্তে সুজয়দের দিকে ফিরে বললো, 'দারুণ কিছু একটা দেখতে চেয়েছিলে। দেখা হলো নিশ্চয়ই!

সুজয়রা কিছু বলার আগেই কাকা বললেন, 'তোমার কথার মানেটা কিন্তু স্পষ্ট হলো না আমার কাছে।'

বাদশা হেসে বললো, 'তোমার কাছে ওরা রসায়নের মজা দেখতে এসেছিলো। দেখা হ'য়ে গেলো। সেটাই বললাম।

'এটাকে রসায়নের মজা বলে ভাবলে কি ক'রে?' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন কাকা।

বাদশা বললো, 'সেটা তুমি নিজেই বুঝে নাও।'

সুজয়রা গভীরভাবে সব শুনছিলো। এবার লাফিয়ে উঠলো উৎসাহে।

সুজয় জোর ক'রেই ঝুঁকে পড়লো পাথরটার ওপর। দেখতে চেষ্টা করলো রক্তটুকু। তারপর খুশি খুশি গলায় বললো, 'সত্যিই এটা রক্ত নয়। রসায়নের মজাই এটা। তুই ঠিকই বলেছিস বাদশা।'

রাজু আর অলকও ঝুঁকে পড়লো পাথরটার ওপর।'

কাকা দেখলেন সব। তারপর বললেন, 'যাই বলো, প্রথমে তো আমার কথাটা বিশ্বাস করেছিলে।'

'করেছিলাম।' সুজয় বললো।

কাকা বললেন, 'তাহ'লেই আমার রসায়নের খেলা সার্থক।'

'তাহলে স্বীকার করছো, এটা রসায়নের খেলা!' বাদশা বললো।

কাকা বললেন, 'না স্বীকার ক'রে আর উপায় কি?

রাজু পাথরের ওপর থেকে চোখ তুলে বললো 'তাহলে আমাদের বলুন পাথরের গায়ে পালক ছোঁয়াতেই কি করে এই রক্ত এলো।'

কাকা একটু সময় ভেবে নিলেন। সবার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর পালকটা তুলে ধরে বললেন, 'এই পালকটার গায়ে লাগানো আছে ফেরিক ক্লোরাইড। এই চীনে মাটির গ্লাসটায় আমি ফেরিক ক্লোরাইডের গাঢ় দ্রবণ তৈরি করেছি। তার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলাম পালকটা। আর এই পাথরটার গায়ে লাগিয়ে রেখেছিলাম অ্যামোনিয়াম থায়োসায়োনেটের গাঢ় দ্রবণ। ফেরিক ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়াম থায়োসায়োনেটে দ্রবণের সঙ্গে যখন বিক্রিয়া ঘটে, তখন তৈরি হয় ফেরিক ফেরিথায়োসায়েনেট। পালকটা থেকে ফেরিক ক্লেরোইড পাথরের ওপর লাগানো অ্যামোনিয়াম থায়োসায়োনেটের সঙ্গে লাগাতেই বিক্রিয়া ঘটেছে আর সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছে রক্তের মতো লাল রং। তাকেই তোমরা রক্ত বলে ভুল করেছো।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তো ধরে ফেলেছি।' বাদশা বললো।

কাকা বললেন, 'তুমি তো ধরবেই। না ধরলেই বলতাম তোমার মাথায় কিছু নেই। কারণ ওদের আজ নিয়েই এসেছো রসায়নের দারুণ একটা মজা দেখাতে।'

বাদশা আর কি বলবে। নিঃশব্দে তাকালো সুজয়ের দিকে।

সুজয় বললো, 'সত্যি।'

মুহূর্তে কাকার হাসির শব্দে ভরে উঠলো ঘর।

॥ পনের ॥

স্যার আসেননি বলে স্কুলে আজ ছুটো পিরিয়ড ফাঁকা ছিলো।

হেডমাস্টারমশাই ক্লাস-ক্যাপ্টেনকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। গল্পের বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেনের হাতে।

বাদশা দারুণ একটা ডিটেকটিভ বই পেয়ে গিয়ে গিয়েছিলো। ছু'ছুটো পিরিয়ডে খানিকটা তাড়াহুড়ো ক'রে শেষ ক'রে ফেলেছিলো বইখানা।

বাড়ি ফিরতে সেই গল্পের বইখানা নিয়ে বাদশা ভাবছিলো।

ভাবতে ভাবতেই বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো বাদশা। দাঁড়িয়েই অভ্যেস মতো লেটার বক্সটার দিকে চোখ রাখলো।

লেটার বক্সের কাঁচের মধ্য দিয়েই দেখলো, চমৎকার একটা খাম তার মধ্যে।

অমনি চমৎকার খামে কে চিঠি লিখলো? কার নামে লিখলো? কথাটা ভেবেই এগিয়ে এসে লেটার বক্সটা খুলে ফেললো বাদশা। হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলো। তারপর চোখের সামনে তুলে ধরলো চিঠিখানা।

একী, চিঠিখানা তো বাদশার নামেই। হ্যাঁ, খামখানার ওপর চমৎকার ক'রে ইংরেজীতে টাইপ ক'রে লেখা বাদশার নাম।

এমনি একটা চমৎকার খামে কে বাদশাকে চিঠি লিখলো?

তাড়াতাড়িভাবে খামখানা খুলে ফেললো বাদশা। খুলেই ভেতর থেকে চার ভাঁজ করা একখানা চিঠি বের করলো। রীতিমতো উত্তেজিতভাবে ভাঁজ খুললো চিঠিখানার।

কিন্তু একী, চিঠিখানার মধ্যে যে কিছুই লেখা নেই!

দারুণ রকম অবাক হ'য়ে কিছুক্ষণ চোখের সামনে চিঠিখানা

ধ'রেই রইলো বাদশা। তারপর ভাবলো, 'নিশ্চয়ই কেউ ভুল ক'রে এরকম একটা সাদা কাগজ ভাঁজ ক'রে খামে ভ'রে ফেলেছে। যে কাগজটাতে চিঠিটা লিখেছিলো, সেটা ভরতে ভুলে গেছে।'

খামটা আর একবার দেখলো বাদশা।

কিন্তু এরকম ভুল হয় কখনও ? ফের চোখের সামনে কাগজটা তুলে ধরলো। সত্যিই ফটফটে সাদা একটা কাগজ। যে চিঠিখানা পাঠাচ্ছে, চিঠিখানা ভরার সময় নিশ্চয়ই সে একবার চিঠিখানা দেখে নেবে। বিশেষ ক'রে এমনি চমৎকার একখানা চিঠি যখন পাঠাচ্ছে তখন দেখে নেওয়াই তার উচিৎ ছিলো।

আচ্ছা, কে বাদশাকে এরকম চিঠি লিখতে পারে ? মনে করতে চেষ্টা করলো বাদশা। সত্যিই, এরকম চিঠি লেখার মতো কাউকে বাদশা মনে করতে পারছে না।

হঠাৎই বাদশার মনে পড়লো সেই ডিটেকটিভ গল্পের বইয়ের গল্পটা—স্কুলে যে বইটা সে খানিক আগে প'ড়ে এসেছে। গোয়েন্দা ব্রজসুন্দর এমনি একটা চিঠি পেয়েছিলো—সাদা ভাঁজ করা একটা কাগজ, কিছু লেখা ছিলো না। অনেক কষ্টে সে চিঠির রহস্য উদ্ধার করতে হয়েছিলো গোয়েন্দা ব্রজসুন্দরকে।

তাহ'লে কি তাকেও অমনি রহস্যময় চিঠি দিয়েছে ! কিন্তু তা কেন দেবে ? বাদশা তো আর গোয়েন্দা নয়। তাহ'লে ?

ভাবতে ভাবতেই খানিকটা অসহায়ভাবে চিঠিখানা ভাঁজ ক'রে খামে ভ'রে ফেললো বাদশা। সতর্কভাবে চারদিক একবার দেখলো। মনে মনে ঠিক করলো, চিঠিখানা আগে কাকাকে দেখাতে হবে। কাকা নিশ্চয়ই রসায়নের রহস্য দিয়ে চিঠিখানার রহস্য উদ্ধার করতে পারবেন। চিঠিখানা লেখার উদ্দেশ্যটাও হয়তো বের ক'রে ফেলবেন কাকা। মাকে কিছু বলা যাবে না। ভয় পেয়ে যাবেন মা। বাবার ফিরতে ফিরতে রাত হ'য়ে যাবে। ততোক্ষণ কি আর চিঠির কথাটা চেপে রাখতে পারবে বাদশা !

ঘরে এসে বইপত্তর রাখতে রাখতেই কাকা বাড়িতে ফিরলেন।

আর দেরি করে বাদশা!

চিঠিখানা নিয়ে ছুটে এলো কাকার ঘরে।

হঠাৎ বাদশাকে অমনিভাবে আসতে দেখে কাকা বুঝি অবাক হ'য়ে গেলেন। বললেন, 'কি ব্যাপার রে, এমনিভাবে ছুটে এলি কেন?'

কাকার দিকে খামটা তুলে ধরলো বাদশা। বললো, 'আমার নামে এই চিঠিখানা এসেছে। কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না মানে?' অবাক হ'য়ে বললেন কাকা।

যে কথাগুলো বলবে কাকাকে, সে কথাগুলো মুহূর্তে মনে মনে গুছিয়ে নিলো বাদশা। তারপর খামটা খুলে তার ভেতর থেকে চার ভাঁজ করা কাগজটা বের ক'রে কাকাকে বললো, আমার নামে এই সাদা কাগজটা কে যেন পাঠিয়েছে।'

'হুঁ।' ব'লে বাদশার হাত থেকে খামটা আর কাগজটা নিলেন কাকা। তারপর কাগজটা ভালো ক'রে একবার দেখে খামটা তুলে ধরলেন চোখের সামনে। তুলে ধ'রেই বললেন, 'সত্যিই তো, ব্যাপারটা রীতিমতো রহস্যজনক!'

'বলো, এমনি চিঠি আমাকে কে পাঠাবে? ছোটো পিসি ছাড়া কেউ চিঠিই লেখে না।' বাদশা বললো ভয় ভয় গলায়।

কাকা বললেন, 'ঠিক।'

'এরকম সাদা কাগজ পাঠাবার কোনো মানেই নেই।' বাদশা ফের বললো।

কাকা বললেন, 'সে জন্যেই তো ব্যাপারটা রীতিমতো রহস্যজনক।'

ব'লে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাগজটা দেখতেই থাকলেন।

বাদশা আর কি বলবে, ভেবে পাচ্ছে না। গোয়েন্দা ব্রজসুন্দরকে লেখা চিঠিখানার কথা ফের মনে পড়লো।

কাকা বললেন, 'কয়েকটা দিন তোকে একটু সাবধানে থাকতে হবে বাদশা। বাড়ি থেকেও বেরুনো চলবে না এ ক'দিন।'

'কিন্তু এক্ষুণি যে আমাকে মাঠে যেতে হবে। খেলা আছে।' অসহায়ভাবে বললো বাদশা।

কাকা বললেন, 'না না, আজ আর মাঠে যাওয়া হবে না।'

একটু সময় চুপ ক'রে থাকলো বাদশা। তারপর বললো, 'চিঠিখানার ওপর তুমি পরীক্ষা-টরীক্ষা চালাতে পারো না। মানে, পরীক্ষা-টরীক্ষা চালালে হয়তো কিছু একটা পেয়ে যাবে।'

'ঠিক বলেছিস বাদশা, চিঠিখানার ওপর আমরা পরীক্ষা-টরীক্ষা চালাতে পারি।' ব'লেই ফের চিঠিখানা দেখলেন কাকা। তারপর ফিরলেন টেবিলের দিকে। গভীরভাবে দেখতে থাকলেন টেবিলের ওপর রাখা জিনিসপত্রগুলো।

বাদশা কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বুঝতে চেষ্টা করলো কাকা কি ভাবছেন।

কাকা হঠাৎ কাঁচের বাটিটা তুলে নিলেন টেবিল থেকে। জলের জগ থেকে জল ঢেলে বাটিটা ভর্তি করলেন আস্তে আস্তে। তারপর বাদশার দিকে ফিরে বললেন, 'কাগজটা একবার এই জলে চুবিয়ে দেখি—'

'জলে ডোবালে কি হ'বে?' বাদশা অবাক হয়ে বললো।

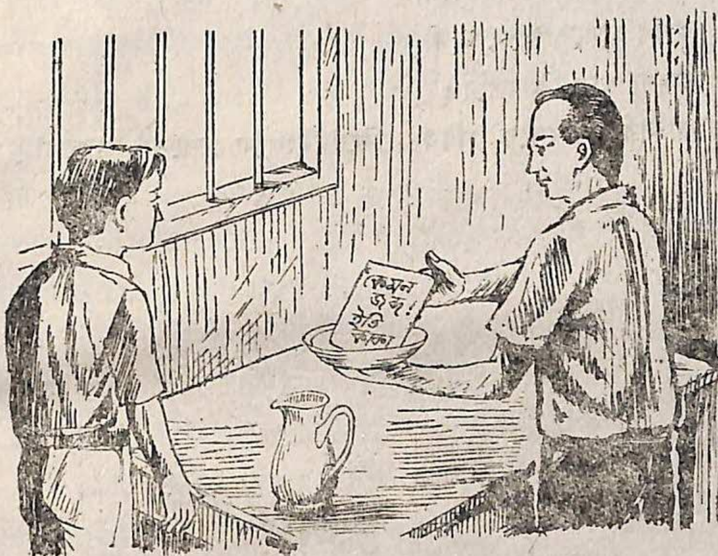
কাকা বললেন, 'দেখি না কি হয়!'

ব'লেই কাগজটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন কাকা। আশ্চর্য একটা কাণ্ড ঘটলো সঙ্গে সঙ্গে। নীল রঙে কিছু লেখা ফুটে উঠলো সেই সাদা কাগজটার ওপর। কাকা সেই লেখাগুলো মেলে ধরলেন বাদশার চোখের সামনে।

মুহূর্তে বাদশা প'ড়ে ফেললো লেখাটা; কেমন জব্দ! ইতি কাকা।'

'ও! তাহ'লে এটা তোমার কাণ্ড! ঠিক আছে, তোমাকেও আমি—' বাদশা কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলো।

তার আগেই কাকা বললেন, তোমাকে যাই করিস, রসায়নের রহস্যটা যে মজার একটা ঘটনা ঘটালো সেটা স্বীকার করতেই হবে।'



বাদশা কিছু বলতে পারলো না। উফ্., এতোক্ষণ ধ'রে কি কাণ্ড হলো!

'এবার শুনে নাও, কি ক'রে এই অদৃশ্য লেখাটা লিখেছি। ফেরাস সালফেটের দ্রবণ দিয়ে এই সাদা কাগজটার ওপর কথাগুলো লিখে নিয়েছি প্রথমে। তারপর ভালো ক'রে শুকিয়ে নিয়েছি। শুকিয়ে যাবার পর আর বোঝাই যায়নি কিছু লেখা আছে কাগজটার ওপর। তা তুমি নিজেই দেখেছো। এই বাটির জল, যা ঐ জগ থেকে ঢাললাম, এটা হ'লো পটাসিয়াম ফেরিসায়নাইডের দ্রবণ। সাদা কাগজটা এই দ্রবণে ডোবাতেই ফেরাস সালফেটের সঙ্গে পটাসিয়াম

ফেরিসায়নাইডের বিক্রিয়া ঘটেছে। এই বিক্রিয়ার ফলেই সেই লেখাটার রঙ নীল হয়ে ফুটে উঠেছে কাগজের ওপর! সাদা কাগজের ওপর নীল রঙের লেখাটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেজন্য। কী, এবার বোঝাতে পেরেছি, মজাটা কি ক'রে করেছি?'

'কিন্তু আমাকে দিয়ে কেন মজাটা করলে! উফ্, যা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।' বাদশা বললো।

কাকা হাসতে থাকলেন।

বাদশা আর কি বলবে?

কাকার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নিঃশব্দে দেখতেই থাকলো!

॥ ষোল ॥

বাদশা ভোরবেলা উঠেই পড়তে বসেছে।

আজ রোববার ছুটির দিন। তবু ভোরবেলা উঠেছে বাদশা। ভোরবেলা পড়তে ভালো লাগে বাদশার। পড়াটা বেশ ভালো হয়।

হঠাৎ বাইরে একটা গাড়ি থামবার শব্দ শুনলো বাদশা। তারপরই বাইরের দরজার কড়া নাড়বার শব্দ শুনলো। বাদশা উঠে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। কে এলো এই ভোরে? মনে মনে ভাবলো বাদশা। তারপর পা বাড়ালো দরজা খুলবার জন্য।

বাবাও উঠে পড়েছেন কড়া নাড়ার শব্দে। দরজা খুলতে যাচ্ছিলেন বাবাও। বাদশাকে যেতে দেখে বললেন, 'ছাখো, কে এসেছে।'

বাদশা এসে দরজা খুললো। দরজা খুলেই অবাক।

ছোটপিসি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খুশি-খুশি মুখে হাসছে।

'একী, হঠাৎ তুমি!' বাদশা প্রায় লাফিয়েই উঠলো আনন্দে।

ছোটপিসি খুশি-খুশি মুখেই বললো, 'কি করবো, হঠাৎ মনে হলো বাদশাকে অনেকদিন দেখিনি, তাই চলে এলাম।'

বাদশা ছোটপিসির দিকে তাকিয়ে হাসলো। সত্যিই, ছোটপিসি তাকে খুব ভালোবাসে।

ছোটপিসি আবার বললো, 'রোববার তুইতো সারাদিন বাড়িতেই থাকবি। সে কথা ভেবেই আজ এসেছি।'

বলতে বলতেই ছোটপিসি বাদশার সঙ্গে এলো ভেতরে।

বাবা, কাকা, আর মা-ও বেরিয়ে এসেছেন ততোক্ষণে।

বাড়ির ভেতর খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে।

বাবা বললেন, 'ক'দিন থাকবে তো তুমি?'

'না, না, আজই চলে যাবো।' ছোটপিসি বললো।

কাকা বললেন, 'তাহ'লে আজ বেশ ভালো ক'রে খাওয়া-দাওয়া হোক। দাদা, তুমি আজ দেখে শুনে বাজার করবে।'

'ছোটপিসি কিন্তু মার হাতের রান্না মাংস খেতে খুব ভালোবাসে।' বাদশা বললো সঙ্গে সঙ্গে।

মা বললেন, 'জানি।'

বাবা বললেন, 'তাহ'লে আমি এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ছি। সকাল সকাল না গেলে ভালো মাংস পাওয়া যাবে না।'

মুহূর্তে সব্বাই ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো ছোটপিসিকে নিয়ে।

ছোটপিসির মুখে যে কি চমৎকার হাসি ফুটে উঠলো, তা বুঝি বলতে পারবে না বাদশা।

বাদশার মনে হলো, একটা উৎসবের দিন বুঝি শুরু হলো এই মুহূর্তে।

দুপুরবেলা সব্বাই খেতে বসলো একসঙ্গে।

মা বেশ গুছিয়ে রান্না করেছেন। মাংসের গন্ধে ভ'রে আছে ঘর।

সাজানো খাবারের দিকে তাকিয়ে কাকা বললেন, 'মনে হচ্ছে আজ সত্যি সত্যি নেমন্তন্ন খেতে বসেছি।'

'ছোটপিসি বললো, 'মনে হচ্ছে না ছোড়দা, সত্যি সত্যি নেমন্তন্ন। আমার জন্যেই তোমরা নেমন্তন্ন খাচ্ছো। কি দাদা, সত্যি বলেছি কিনা!'

'সত্যিই বলেছো।' হেসে বললেন বাবা।

মা বললেন, 'নাও, খেতে শুরু করো এবার। খাবার সামনে ফেলে রাখতে নেই।'

সবাই খেতে শুরু করতে কাকা বললেন, 'আজ মাংস আসবে ব'লে আমি নিজেই পছন্দ ক'রে লেবু এনেছি। ব'লেই উঠে গিয়ে নিজের ঘর থেকে গোটা চারেক চমৎকার সাইজের লেবু নিয়ে এলেন। লেবু কাটবার জন্য ছুরিটাও নিয়ে এলেন সঙ্গে।

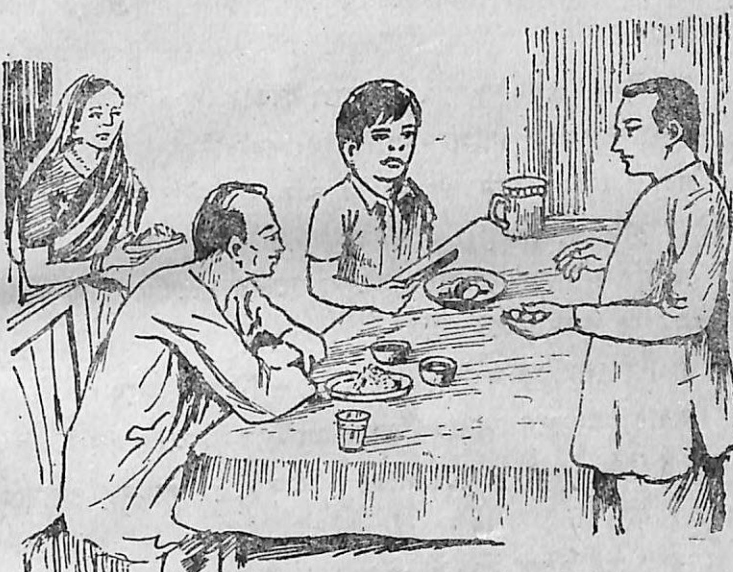
বাবা লেবুগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সত্যি লেবুগুলো চমৎকার।'

ছোটপিসি বললো, 'আমার জন্য ছোড়দা ভালো জিনিস ছাড়া অন্য কিছু আনতে পারে কখনও?'

মা বললেন, 'সত্যিই তাই।'

কাকা বললেন, 'হাজার হ'লেও ছোটো বোন তো!'

ব'লে কাকা ছুরিটা তুললেন লেবুগুলো কাটবার জন্য।



বাদশা সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'আমাকে ছুরিটা দাও কাকা, আমি লেবুগুলো কাটবো।'

'তুমি কাটবে? ঠিক আছে, কাটো।' ব'লে ছুরিটা বাদশার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন কাকা।

বাদশা ছুরিটা নিয়ে নিলো কাকার হাত থেকে। তারপর হাত বাড়িয়ে একটা লেবু তুলে নিয়ে ছুরি বসালো তাতে। দু'ভাগ হ'য়ে গেলো লেবুটা।

একী, লেবুর ভেতরে রক্ত কেন ? লাফিয়ে উঠলো বাদশা।

বাবা, মা, ছোটপিসি, কাকা—সব্বাই সেই রক্ত দেখে লাফিয়ে উঠলো বাদশার মতোই।

'লেবুর ভেতর এরকম রক্ত তো দেখিনি কখনও।' ছোটপিসি ভয়-ভয় গলায় বললো।

মাও ছোটপিসির মতো ভয়-ভয় গলায় বললো, 'আমিও দেখিনি।'

বাদশা বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি কখনো দেখেছো বাবা ?'

বাবা উত্তর দিলেন না। চোখ তুলে কাকার দিকে তাকালেন।

কাকা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'না, আমিও দেখিনি।'

বাবা ফের তেমনি ভাবেই কাকার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সত্যিই তুমি দেখোনি ?'

ছোটপিসি অসহায়গলায় বললো, 'ছোরদা দেখবে কি ক'রে ? এরকম কাণ্ড কখনও ঘটেছে ?'

বাবা বললেন, 'তুমি কিছু বোলো না, ও নিজেই বলবে।'

বাবার কথা শুনে ভেতরে ভেতরে লাফিয়ে উঠলো বাদশা। বাবা নিশ্চয়ই কিছু একটা বুঝে ফেলেছেন। কি বুঝে ফেলেছেন ? রসায়নের রহস্য ?

'রসায়নের রহস্য' কথাটা মনে আসতেই কাকার দিকে তাকিয়ে বাদশা বললো, 'বুঝতে পেরেছি কাকা, এটা তোমার রসায়নের রহস্য !'

ছোটপিসি বললো, 'রসায়নের রহস্য মানে ?'

'সেটা কাকাই বলবে। কাকা, ব'লে ফেলো, ঠিক বলেছি কিনা !' বাদশা বললো ফের কাকার দিকে তাকিয়ে।

এবার হেসে ফেললেন কাকা। বললেন, 'সেটা আর ভুল বলেছো বলি কি ক'রে ?'

'তার মানে এটা সত্যিকারের রক্ত নয় !' মা বললেন অবাক হ'য়ে।

ছোটপিসি বললো, 'আমাদের তাহ'লে জব্দ করলে ?'

কাকা হাসতে হাসতে বললেন, 'জব্দ করিনি, মজা করেছি।'

বাদশা ছোটপিসির দিকে তাকিয়ে বললো, 'কাকা আজকাল রসায়ন নিয়ে এমনি সব মজা করছে। তুমি এতোদিন পর এলে ব'লে জানো না।'

ছোটপিসি কাকার দিকে তাকালো। বললো, 'কি ক'রে মজাটা করলে, বলো তো !'

কাকা ছুরিটা তুলে ধরলেন এবার। তারপর বললেন, 'এই যে ছুরিটা, এই ছুরিটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সব রহস্য। এই মজাটা করবো বলেই ছুরিটাকে আমি নীল লিটমাস দ্রবণে বারবার ডুবিয়েছি, বারবার শুকিয়েছি। ছুরিটা দেখে কেউ বুঝতেই পারে নি, ছুরিটার গায়ে নীল লিটমাস লাগানো আছে।'

ছোটপিসি বললো, 'সত্যিই বুঝতে পারিনি।'

'এই ছুরিটা দিয়ে যখন লেবুটাকে কেটেছি, তখন লেবুর রসের সঙ্গে নীল লিটমাস মিশে গেছে। লেবুর রসের মধ্যে আছে সাইট্রিক এ্যাসিড। নীল লিটমাস আর সাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় লাল রঙ তৈরি হয়েছে—'

কাকাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বাদশা বললো, 'সেই লাল রঙকেই আমরা ভেবেছি রক্ত !'

'বাব্বা, আমরা যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম !' মা বললেন মস্তবড়ো একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

ছোটপিসি বললো, 'আমার একটা ম্যাজিক দেখা হ'য়ে গেলো।'

বাদশা হাসতে হাসতে বললো, 'শুধু তোমায় একটা টিকিট কাটতে হলো না, এই যা—'

কথাটা শুনে সব্বাই হেসে উঠলো।

॥ সতেরো ॥

সকালবেলা হঠাৎ হৈ হৈ ক'রে আনন্দকাকা এলেন বাদশাদের বাড়িতে।

আনন্দকাকা ভারি চমৎকার মানুষ। বাদশা যেমন আনন্দকাকাকে ভালোবাসে, আনন্দকাকাও তেমনি ভালোবাসেন বাদশাকে।

কত গল্প যে আনন্দকাকা জানেন, তার বুঝি ঠিক নেই। একবার গল্প শুরু ক'রলে আনন্দকাকাকে থামানো মুশকিল। বলতেই থাকেন গল্প। সে গল্প না শুনেও উপায় নেই।

বাবার সঙ্গে আনন্দকাকার চেনা-জানা সেই ছোটবেলা থেকে।

আগে কাছেই থাকতেন। এখন চলে গেছেন বালীগঞ্জে। বাড়ি করেছেন সেখানে।

আনন্দকাকা খেতেও খুব ভালোবাসেন। তাই আনন্দকাকা বাড়িতে এলে মা তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি করতে যান।

আজও আনন্দকাকা আসতেই মা চলে গেলেন খাবার তৈরি করতে।

বাদশার বাবা আর বাদশার সঙ্গে গল্প শুরু করলেন আনন্দকাকা।

আনন্দকাকার খবর পেয়ে কাকাও চলে এলেন সেখানে।

গল্প চলতে চলতেই মা প্লেটে করে খাবার নিয়ে এলেন। রাখলেন আনন্দকাকার সামনে।

প্লেটের ওপর চোখ রাখলো বাদশা। ডিম ভেজে এনেছেন মা।

আনন্দকাকা বললেন, 'চমৎকার!'

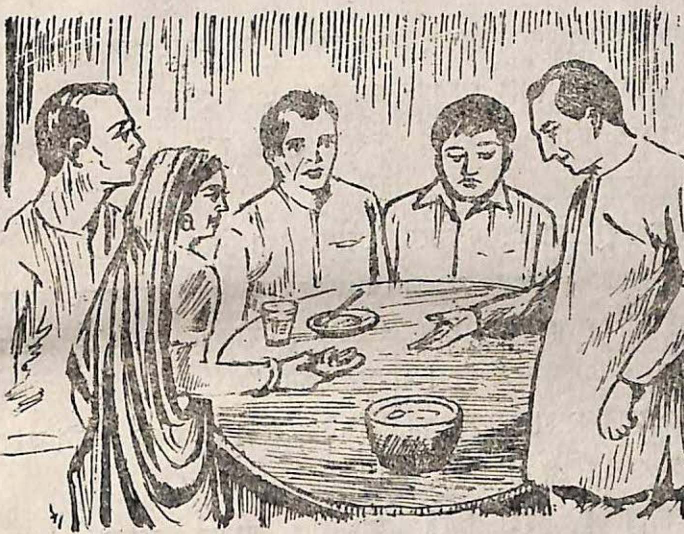
হাসলেন মা।

কাকা কি যেন ভাবলেন। তারপর হঠাৎ মা-র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডিমের খোলাগুলো কোথায়?'

'কেন, তুমি কি ডিমের খোলাগুলো খাবে ?' আনন্দকাকার মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠলো হাসি।

কাকা আনন্দকাকার দিকে তাকালেন। তারপর সহজ গলায় বললেন, 'খোসা কেউ খায় নাকি ?'

আনন্দকাকা বললেন, 'তুমি ডিমভাজা দেখে যেভাবে খোসাগুলোর কথা বললে, তাতে তাই মনে হচ্ছিলো ব'লেই বললাম।'



মা বললেন, 'খোসাগুলো এনে দেবো ?'

'হ্যাঁ। তবে পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে আনবে।' কাকা বললেন।

'এক্ষুণি দিচ্ছি।' ব'লে মা চলে গেলেন।

বাবা কাকার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খোসাগুলো দিয়ে কি হবে বলো তো ?'

'কি করবো সেটা বুঝতেই পারবে।' ব'লে উঠে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন কাকা।

নিশ্চয়ই কাকার মাথায় রসায়নের রহস্য খেলা করতে শুরু করেছে। বাদশা বুঝতে পারলো। উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো বাদশা।

আনন্দকাকা বললেন, 'ও চলে গেলো কেন ?'

'কি জানি কেন চলে গেলো।' বাবা বললেন।

বাদশা একবার ভাবলো ব'লে ফেলে, কাকা কেন চলে গেলো। কিন্তু বললো না। ভাবলো নিজেরাই দেখবে সব।

ভাবতে ভাবতেই কাকা ফিরে এলেন। হাতে একটা বড় কাঁচের বাটিতে একবাটি জল। এসেই বাটিটা সাবধানে নামিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর।

আনন্দকাকা গভীরভাবে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন ব্যাপারটা। তারপর বললেন, 'হঠাৎ একবাটি জল নিয়ে এলে কেন ?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, এখুনি দেখবে কেন জল এনেছি।' কাকা বললেন সঙ্গে সঙ্গে।

ঠিক তখুনি মা এলেন ডিমের খোসাগুলো নিয়ে।

আনন্দকাকা এবার ডিমের খোসাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই কিছু একটা মাথায় এসেছে তোমার। না হ'লে ডিমের খোসা, জল এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন ?'

হাসলেন কাকা। বললেন, 'ঠিকই ধরেছো। কিছু একটা করবো ব'লেই এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।'

'রসায়নের রহস্য নিয়ে আজকাল ভাবছে কাকা।' বাদশা বললো।

'রসায়নের রহস্য মানে ?' আনন্দকাকা জিজ্ঞেস করলেন।

বাদশা বললো, 'সেটা দেখতে পাবে এখুনি।'

বাদশার কথা শেষ হবার আগেই ডিমের একটুকরো খোসা তুলে ধরলেন কাকা। তারপর সবাইকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'জলে ফেললে খোসাটা ডুববে না ভাসবে ?' ব'লে সবার মুখের দিকে আবার তাকালেন। 'সব্বাই কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেবে।'

সঙ্গে সঙ্গে বাদশা বললো, 'ভাসবে।'

'ডুববে।' আনন্দকাকা একমুহূর্ত ভেবে বললেন।

বাবা বললেন, 'আমি কিছুই বলবো না।'

মা বললেন, 'কিছু ব'লে বিপদে পড়বো নাকি?'

কাকা হাসলেন। তারপর ডিমের খোসার টুকরোটা একবার সবাইকে দেখালেন। তারপর সেটা ফেলে দিলেন সেই বাটির জলে।

সবার চোখ সেই খোসাটার দিকে। বাদশার চোখের পলক তো পড়ছেই না।

না, খোসাটা ভাসলো না। ডুবে গেলো জলের মধ্যে।

আনন্দকাকা সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'দেখলে, ডুবে গেলো খোসাটা। বলেছিলাম না!'

কথাটা শেষ হ'তেই আস্তে আস্তে ভেসে উঠতে থাকলো খোসাটা। দেখতে দেখতে পুরোপুরি ভেসে উঠলো। তারপর বাটির জলের ওপর ঘুরতে থাকলো।

বাদশার এবার চেঁচিয়ে ওঠার পালা। 'দেখলে, বলেছিলাম না, ভাসবে?'

কাকা বাদশার দিকে তাকালেন। বললেন, 'ভাসেনি—ডুবেছে আগে, তারপর ভেসেছে—ভেসে ঘুরছে জলের ওপর।'

বাবা বললেন, 'সেজন্যেই আমি বলেছিলাম কিছু বলবো না।'

'কিছু না ব'লে আমি বিপদে পড়িনি।' মা বললেন।

বাদশা সবাইকে দেখলো। দেখে কাকার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি ক'রে এটা হ'লো বলো তো?'

'ডিমের খোসাটা হ'লো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। লঘু হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের সঙ্গে যদি ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের বিক্রিয়া ঘটে, তাহ'লে তৈরি হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। এই যে কাঁচের বাটির মধ্যে জল, এই জল হলো লঘু হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড। অবশ্য দেখতে এই এ্যাসিডকে জল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।' কাকা বললেন।

বাদশা বললে, 'সত্যি আমরা লঘু হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডকে জল ছাড়া আর কিচ্ছু ভাবিনি।'

কাকা হাসলেন, তারপর বললেন, 'প্রথমে স্বাভাবিক ভাবে ডুবে যাবে খোসাটা। তারপর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আর লঘু হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ডিমের খোসাটাকে ভাসিয়ে তুলবে—এই নিয়মেই ডিমের খোসাটা ডুবে আবার ভেসেছে ; এখন ঘুরছে এ্যাসিডের ওপর।'

আনন্দকাকা বললেন, 'তুমি কবিতা ছেড়ে এসব ভাবছো, তা জানবো কি ক'রে ?

কাকা হাসলেন, আজ জেনে গেলে—এবার থেকে আসবে মাঝে মাঝে, দেখিয়ে দেবো রসায়নের আরো রহস্য।

আনন্দকাকা ডিমভাজাটা মুখে পুরতে গিয়ে থেমে গেলেন, ফিরলেন কাকার দিকে, 'ডিমভাজার ভেতরে আবার কোনো রহস্য নেই তো ?'

মা বললেন, 'না, ওটা আমি তৈরি করেছি।'

এবার খুশি-খুশি মুখে ডিমভাজাটা খেতে থাকলেন আনন্দকাকা।

বাদশা দেখতেই থাকলো লঘু হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের ওপর ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে তৈরি ডিমের খোসাটার একমনে ঘুরতে থাকা।

॥ আঠারো ॥

সুজয়রা বেড়াতে এসেছে বিকেলে। অবশ্য আসবার কথাই ছিলো সুজয়দের। বাদশাও অপেক্ষা করছিলো ওদের জন্য।

সুজয়রা বাদশার পড়ার ঘরে ঢুকেই বললো, 'তোর কাকা কোথায় রে বাদশা ?

'কাকা আজ বাড়িতে নেই। কি একটা কাজ আছে, বেরিয়ে গেছে খানিক আগে।' বাদশা বললো।

'ফিরবে কখন ?' রাজু জিজ্ঞেস করলো।

বাদশা বললো, 'জানি না।'

সুজয়রা কেন কাকাকে খুঁজছে বাদশা তা জানে। সেই যে বাদশার জন্মদিনের নেমন্তন্নে ওরা এসেছিলো, কাকা সেদিন ওদের রসায়নের ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন—আজও ওরা সেই ম্যাজিক দেখতে চায় কাকার কাছে। প্রায় প্রত্যেকদিনই ওরা বাদশার কাছে কাকার রসায়নের রহস্যের গল্প শোনে। বাদশা রীতিমতো গুছিয়ে বলে সে সব গল্প। কাজেই বাদশাদের বাড়িতে এসে ওরা কাকার খোঁজ তো করবেই।

এসব কথাই ভাবছিলো বাদশা।

হঠাৎ সুজয়ের ডাকে সুজয়ের দিকে ফিরলো।

সুজয় বললো, 'কথাই তো ছিলো, আজ আমরা আসবো। কাকাকে তুই বাড়িতে থাকতে বলিসনি কেন ?'

'বললেও থাকতে পারতো না।' বাদশা বললো সঙ্গে সঙ্গে।

অলক বললো, 'ভেবেছিলাম, তোর কাকার কাছে আজ দারুণ রকম কিছু একটা ম্যাজিক দেখবো !'

বাদশা বললো, 'তোদের কপালটাই আজ খারাপ। নাহলে আজই কাকার কাজ থাকবে কেন?'

অলক বললো, 'ঠিক বলেছিস। আমাদের কপালটাই খারাপ।'

সুজয় বললো, 'ঠিক আছে, আরেকদিন আসবো।'

হঠাৎ রাজু তাকালো টেবিলের ওপর একটা প্লেট দিয়ে ঢাকা একটা গ্লাসের দিকে। গ্লাসের মধ্যে সিরাপ। বাদশা রাজুর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলো, পুরো গ্লাসটাই ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে রাজুর। সত্যিই তো, ওরকমভাবে এক গ্লাস সিরাপ ঢাকা থাকলে খেতে ইচ্ছেই করে।

রাজু গ্লাসের দিক থেকে চোখ ফিরেয়ে তাকালো বাদশার দিকে। বললো, 'ওটা তোর জন্য নাকি রে?'

বাদশা হাসলো। বললো, 'কেন, তোর খেতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি?'

সুজয় বললো, 'ওরকম গ্লাসভর্তি সিরাপ দেখলে সবারই খেতে ইচ্ছে করে।'

'আমাদের সামনে গ্লাসটা রেখে বাদশার একা খাওয়া উচিত নয়।' অলক বললো সঙ্গে সঙ্গে।

বাদশা তেমনিভাবেই হাসলো। তারপর বললো, 'ঠিক আছে, সবাই একটু একটু করে খাবো।'

কথাটা শেষ হবার আগেই রাজু প্লেট নামিয়ে গ্লাসটা নিয়ে এলো কাছে। তারপর বললো, 'আমি আগে শুরু করি।'

বাদশা বললো, 'দাঁড়া, আমি আরো কয়েকটা গ্লাস নিয়ে আসি। সমানভাবে ভাগ করে খাবো সবাই।'

অলক বললো, 'সেই ভালো। আরো কয়েকটা গ্লাস নিয়ে আয়।'

'কিন্তু গ্লাসগুলো আনবার আগে কেউ কিন্তু একটুও খাবে না।' বাদশা বললো।

গ্লাসটার ওপর প্লেটটা ফের চাপা দিয়ে অলক বললো, 'তুই নিশ্চিন্ত থাক বাদশা। কেউ একফোঁটাও খাবে না।'

বাদশা আর দাঁড়ালো না। মুহূর্তে ভেতরে চলে এলো।

রান্নাঘরে কাঁচের গ্লাসগুলো আছে। চারটে গ্লাস তাড়াতাড়ি নিয়ে প্রায় ছুটেই এলো বাদশা।

'একেবারে সমান ভাগ করবে কিন্তু।' রাজু বললো।

অলক প্লেটটা তুলে নামিয়ে রেখে বললো, 'ছাখ, সমান ভাগ করি কিনা ?'



ব'লে গ্লাসটা তুলে অন্য গ্লাসে সিরাপ ঢালতে যেতেই বাদশা বললো, 'একটু দাঁড়া, সিরাপটা একবার চামচ দিয়ে নাড়িয়ে নি।'

অলক সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটা নামালো।

বাদশা ড্র'র থেকে সাবধানে একটা চামচ বের করলো। তারপর সিরাপের মধ্যে চামচটা ডুবিয়ে নাড়াতে থাকলো।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়ে গেলো। সিরাপ আর সিরাপ

রইলো না। চা হ'য়ে গেলো। এমন রঙ যে কেউ আর চা না ব'লেই পারবে না।'

'একী রে, কি হ'লো। চা হ'য়ে গেলো যে সিরাপ।' রাজু লাফিয়ে উঠলো।

বাদশা হেসে বললো, 'সিরাপের বদলে চা কি খারাপ লাগবে।'

'কিন্তু হলো কি ক'রে?' অলক বললো অবাক হ'য়ে।

রাজু বাদশার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো, 'নিশ্চয়ই এটা রসায়নের রহস্য।'

'ঠিক, এটা রসায়নের রহস্য।' বাদশা বললো।

কেউ বুঝি আর কিছু বলতে পারছে না।

বাদশা বললো, 'জানতাম, তোরা এসে কাকাকে এমনি কিছু একটা ক'রে দেখাতে বলবি। কাকাও জানতো। তাই আমায় শিখিয়ে গেছে এটা। আগে থেকেই তাই আমি এই সিরাপের গ্লাসটা সাজিয়ে রেখেছিলাম, এখানে। জানতাম এঘরে এসে তোরা সিরাপ খেতে চাইবি।'

রাজু বললো, 'গ্লাসভর্তি সিরাপ তুই নষ্ট করলি কেন?'

'ক্ষেপেছিস, গ্লাসে কি আর সিরাপ ছিলো।' বাদশা বললো।

অলক বললো, 'গ্লাসে তাহলে কি ছিলো?'

'গ্লাসের জলে আমি একটুখানি পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে দিয়েছিলাম। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে দেওয়ায় গ্লাসের জলের রঙ লাল হয়েছিলো। সিরাপের মতোই মনে হচ্ছিলো গ্লাসের জলকে। তোরা তাই গ্লাসের জলকে ভেবেছিলি সিরাপ।' বাদশা বললো গুছিয়ে।

অলক বললো, 'কিন্তু সেই জলে চামচ ডুবিয়ে নাড়াতেই চা হয়ে গেলো কি করে?'

'চামচটা শুধু চামচ ছিলো না। চামচটা কি রকম সাবধানে ড্র'র থেকে বের করেছিলাম, দেখেছিস?' বাদশা জিজ্ঞেস করলো।

রাজু বললো, ‘সিরাপ খাবার তাড়ায় সেটা লক্ষ্য করিনি।’

‘সেই সুযোগটাই আমি নিয়েছিলাম। চামচে ছিলো সামান্য টনিক অ্যাসিড। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মেশানো জলে টনিক অ্যাসিড মেশাতেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রবণের রঙ পাল্‌টে গেছে। সিরাপের রঙের পরিবর্তে হয়েছে বাদামি রঙ। বাদামি রঙ হওয়ায় তোরা ভেবেছিস সিরাপ চা হয়ে গেছে।’

‘সত্যিই দারুণ একটা কাণ্ড করলি তো!’ সুজয় খুশি-খুশি গলায় বললো।

বাদশা বললো, ‘কাকা আমায় আরো অনেক শেখাবে বলেছে।’

‘দাঁড়া, আমরাও তোর কাকাকে বলবো আমাদের শেখাতে।’ অলক বললো।

‘দেখবি, বললেই শেখাবে।’ বাদশা বললো।

রাজু চুপ করে শুনছিলো। এবার বললো, ‘তোর কাকার কাছে শিখবো ঠিক। কিন্তু আমাদের আজ সিরাপ খাওয়া হলো না।’

‘তার চাইতে ভালো জিনিস তোদের খাওয়াবো। ঠাণ্ডা সরবত। দাঁড়া, মাকে ব’লে আসছি।’ ব’লেই ঘুরে ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়ালো বাদশা।

সত্যি, এখন ভারি ভালো লাগছে বাদশার।

কাকা ফিরলে প্রথমেই বেশ গুছিয়ে এই গল্পটা বলতে হবে। মনে মনে গল্পটাকে বানাতে থাকলো বাদশা।

॥ উনিশ ॥

স্কুলে আজ রবীন্দ্র জয়ন্তী। যে কবিতাটা আজ স্কুলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করবে বাদশা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই সে কবিতাটা বার কয়েক আবৃত্তি ক'রে নিলো। বাবা মাকে শুনিয়ে দিলো।

কাকাও শুনলেন এসে।

বাদশা বেশ ভালোই আবৃত্তি করে। বাংলা স্যার তাই বাদশাকে ডেকেই আবৃত্তি করতে বলেছেন। সেজন্যেই কবিতাটা ভালো করে তৈরি ক'রে নিয়েছে বাদশা।

সকাল বেলা আজ সত্যিই খুব ভালো লাগছে বাদশার। চারদিকটা রীতিমতো উৎসব উৎসব মনে হচ্ছে।

কতোক্ষণে স্কুলে যাবে বাদশা, মঞ্চে দাঁড়িয়ে কবিতাটা আবৃত্তি করবে, হাততালি শুনবে সবার—এসব ভাবতে ভাবতে সকাল আটটা গড়িয়ে গেলো।

ন'টার মধ্যে স্কুলে পৌঁছুতে বলেছেন স্যার। সাড়ে ন'টা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান। সেজন্যে সাড়ে আটটার মধ্যেই স্কুলে রওনা হ'তে চায় বাদশা।

ঘড়িতে আটটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তাই বাদশা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো।

মা আলমারী থেকে নামিয়ে দিলেন সাদা ধবধবে পাঞ্জাবী আর ধুতি। ধুতি পাঞ্জাবী পরে আবৃত্তি করবে বাদশা। বাবা জন্মদিনে ধুতি আর পাঞ্জাবী কিনে দিয়েছিলেন।

বাবা ধুতি পরিয়ে দিলেন চমৎকার ভাবে।

মা পরিয়ে দিলেন পাঞ্জাবীটা।

ধুতি পাঞ্জাবী আর চুল আঁচড়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো বাদশা। তারপর কবিতাটা আবৃত্তি করতে থাকলো নিজের মনেই।

ঠিক সেই সময় কাকা এসে দাঁড়ালেন পেছনে। আয়না দিয়ে কাকাকে দেখলো বাদশা। সঙ্গে সঙ্গে বাদশা ঘুরে দাঁড়ালো কাকার দিকে। কাকা বললেন, 'চমৎকার দেখাচ্ছে তো।' 'আবৃত্তিও করবো চমৎকার।' সঙ্গে সঙ্গে বললো বাদশা।

ব'লে দেখলো, কাকার হাতে একটা শিশি। আর সেই শিশিতে লাল রঙ।

'শিশিতে ক'রে লাল রঙটা এনেছো কেন?' কাকার হাতের লাল রঙ ভর্তি শিশিটার দিকে তাকিয়ে বললো বাদশা।

হাসলেন কাকা। বললেন, 'লাল রঙটা বানিয়েছি। তোমাকে দেখাতে এলাম কেমন হয়েছে রঙটা—'

কাকা শিশিটা তুলে ধরলেন। তারপর আস্তে আস্তে শিশিটার মুখ খুলে ফেললেন।

ঝুঁকে শিশির মুখ দিয়ে ভেতরের রঙ দেখতে চেষ্টা করলো বাদশা। ঠিক সেই মুহূর্তেই কি হ'য়ে গেলো, অনেকটা রঙ ছিটকে এসে লাগলো বাদশার ধবধবে সাদা পাঞ্জাবীতে। জায়গাটা মুহূর্তে পুরো লাল হ'য়ে গেলো।

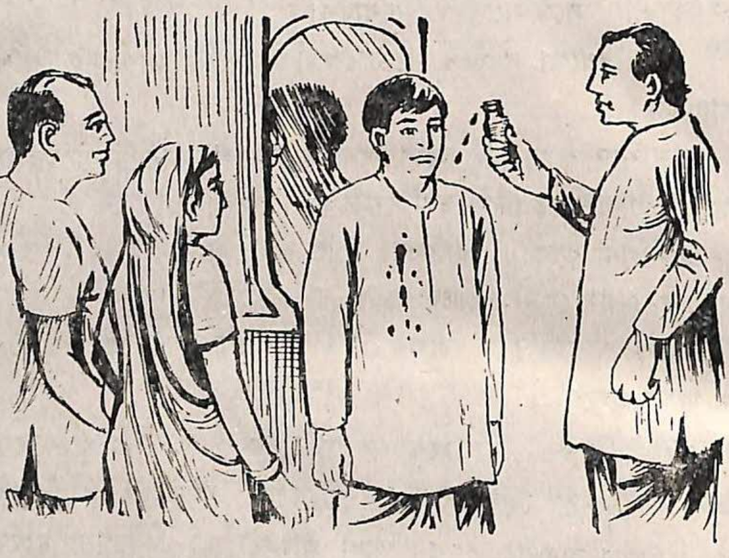
'যাহ্, কি হলো—' ব'লে পাঞ্জাবীতে লেগে যাওয়া রঙের দিকে তাকিয়ে প্রায় কেঁদেই ফেললো বাদশা। কাকা কিছু বলতে পারছেন না। অসহায় ভাবে কাকাও পাঞ্জাবীর রঙ লেগে যাওয়া জায়গাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাদশার চিৎকার শুনে ছুটে এলেন মা আর বাবা। পাঞ্জাবীর দিকে তাকিয়ে মা বললেন, একি লাল রঙ লাগলো কি ক'রে?

কাকা নিজেই শিশিটা তুলে ধরলেন। বললে, 'শিশিটা খুলে রঙটা দেখাতে গিয়েই গোলমাল হ'য়ে গেছে।'

বাবা মস্ত বড়ো ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি আর

করবে। ইচ্ছে ক'রে তো আর এটা করেনি ও। পাঞ্জাবী যখন আর নেই, অন্য কোনো জামা নামিয়ে দাও। ভালো জামা তো ওর অনেক আছে।'

কাকা অসহায় গলাতেই বললেন, 'ও আর একটু লম্বা হ'লে আমার ভালো পাঞ্জাবীটা ওকে দিতে পারতাম।'



বাদশা করুণ চোখে একবার তাকালো কাকার দিকে।

'মন খারাপ কোরো না বাদশা। আবৃত্তি তাহলে খারাপ হ'য়ে যাবে। পাঞ্জাবী খুলে ফেলো, আমি নতুন জামা নামিয়ে দিচ্ছি।' মা বললেন।

কাকা তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমি একটা কথা বলতে পারি?'

বাবা বললেন, 'বলো।'

কাকা বললেন, 'এই পাঞ্জাবীটা পরেই যাক না। একটু লাল রঙ লেগেছে—এতে কি এসে যাবে! পাঞ্জাবীটাতো চমৎকার। তাছাড়া পেছন থেকে যে দেখবে, সে তো আর বুঝতে পারবে না, সামনে লাল রঙ লেগেছে?'

'না না, তা কখনও হয় না।' সঙ্গে সঙ্গে বললো বাদশা।

'ঠিক আছে, তাহলে অন্য জামা পরেই যাক। কিন্তু তার আগে বারান্দায় গিয়ে বাদশার সঙ্গে আমি একটা গোপন কথা বলবো।' কাকা বললেন।'

মা বললেন, 'যা বাদশা, কাকার কথা শুনে আয়। আমি তোর জামাটা বের ক'রে ফেলি।'

বাদশা অবাক হ'য়ে ভাবলো, কি এমন কথা থাকতে পারে যা গোপনে বলবেন কাকা? কিন্তু ভেবেও কিছু খুঁজে পেলো না। তবু পায়ে পায়ে কাকার সঙ্গে বাইরের বারান্দায় এলো।

'নাও কি বলবে বলো?' বাদশা বললো বারান্দায় এসেই।

'কি বলবো, সেটা একটু ভাবতে হবে।' ব'লে ভাবতে শুরু করলেন কাকা।

বাদশা কাকার মুখের দিকে তাকালো। না, কিছুই বুঝতে পারছে না বাদশা।

কাকা এবার তাকালেন বাদশার দিকে। তাকিয়েই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

বাদশা অবাক হ'য়ে বললো, 'হাসছো কেন? বলো—'

কাকা বললেন, 'পাঞ্জাবীটা ছাখো।'

মুহূর্তে পাঞ্জাবীটার দিকে তাকালো বাদশা। একী! লাল রঙ কোথায়?

'লাল রঙ নেই তো!' দারুণ খুশিতে বললো বাদশা।

'চলো, সবাইকে দেখিয়ে আসি—'

ব'লে বাদশাকে প্রায় জোর ক'রেই ছুটিয়ে ভেতরে নিয়ে এলেন কাকা।

বাদশার মা বাদশার জন্যে ভালো জামা আর প্যান্ট বের করেছিলেন।

পাঞ্জাবীতে আর রঙ লেগে নেই দেখেই বললেন, 'কি হলো?'

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কি আবার হবে, ওটা ওর দুষ্টুমী।'

'বুঝতে পেরেছি, এটা হলো, রসায়নের রহস্য!' বাদশা খুশি খুশি গলায় বললো।

'ঠিক! এটা রসায়নের রহস্য। কিন্তু সেটা দেরিতে বুঝলে সবাই।' হাসতে হাসতে বললেন কাকা।

বাদশা বললো, 'বলো, কি ক'রে এটা হলো?'

এক মুহূর্ত ভাবলেন কাকা। তারপর বললেন, 'লাল রঙটা আমি তৈরি করেছি ফিনলথ্যালিন দ্রবণে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড মিশিয়ে। এ দু'টো জিনিস মেশালেই লাল রঙ তৈরী হয়। বাদশার পাঞ্জাবীতে লাগাতেই পাঞ্জাবীতে সেই রঙ লেগে গেছে।'

'কিন্তু রঙটা অদৃশ্য হলো কি ক'রে?' বাদশা জিজ্ঞেস করলো এবার।

কাকা বললেন, 'সেই রঙ যখন বায়ু সংস্পর্শে আসে, তখন ফিনলথ্যালিন দ্রবণের অ্যামোনিয়া বাষ্প হ'য়ে মিলিয়ে যায়। তখন লাল রঙও অদৃশ্য হ'য়ে যায়! তাই পাঞ্জাবীর লাল রঙও অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।'

মা সব শুনে বললেন, 'সত্যি, ঘাবড়ে দিয়েছিলে আমায়।'

কাকা কিছু না ব'লে হো হো করে হেসে উঠলেন।
